রাঁচি, সোমবার

19:06:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>245 >>03 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৪৫ >> << ০৩রা, আষাঢ় ১৪৩০>>

রাজা হিসেবে প্রথম ট্রুপিং দ্য কালার জন্মদিন প্যারেডে অংশ নিলেন চার্লস

লন্ডন ঃ যুক্তরাজ্যের রাজা হিসেবে, প্রথমবারের মতো ট্রুপিং দ্য কালার অনুষ্ঠানে ঘোড়ায় চড়ে যোগ দেন রাজা তৃতীয় চার্লস।এ সময় তিনি কেন্দ্রীয় লন্ডনের হর্স গার্ডস প্যারেডে অনুষ্ঠিত এই চিত্তাকর্ষক বার্ষিক সামরিক কুচকাওয়াজে, শত শত সেনা সদস্য ও ঘোড়া পরিদর্শন করেন। এসময় ৭৪ বছর বয়সী কর্নেল ইন চিফ চার্লস রাজকীয় অভিবাদন গ্রহণ করেন। আর, তার আনুষ্ঠানিক জন্মদিন উপলক্ষে, যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনীর সবচেয়ে মর্যাদাশীল রেজিমেন্টগুলো কুচকাওয়াজে তাকে অভিবাদন জানায় এবং তিনি তা পর্যবেক্ষণ করেন। ৩০ বছরের বেশি সময় পর যুক্তরাজ্যের কোনো রাজা এই প্রথম, ঘোড়ায় চড়ে এই জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবে অংশ নিলেন। এর আগে, চার্লসের বড় ছেলে প্রিন্স উইলিয়াম ও রাজার ভাই প্রিন্স এডওয়ার্ড ও বোন প্রিন্সেস অ্যান ঘোড়ায় চড়ে বাকিংহাম প্যালেস থেকে আসা শোভাযাত্রায় যোগ দেন।

বাজার দর

SENSEX : 63384.58 +466.95
NIFTY : 18826.00 +137.90

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
38.00 °c	28.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .37 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .02 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের উদ্যোগের মধ্যে তেহরানে এসে পৌঁছালেন সৌদি পররাষ্টমন্ত্রী, জানিয়েছে ইরান টিভি

তেহরান ঃ ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভি জানিয়েছে, সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আজ শনিবার ইরানে এসে পৌঁছিয়েছেন। তিনি এমন সময় এলেন, যখন মধ্যপ্রাচ্যের এই দুই শত্রুভাবাপন্ন দেশ তাদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য কাজ করছে। চীনের মধ্যস্থতায় মার্চে ইরান ও সৌদি আরব সকল বিবাদ ভুলে আবারও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই দুই দেশের বহু বছরের বৈরি সম্পর্ক আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে বিপদগ্রস্ত করেছে, যার প্রভাব পড়েছে ইয়েমেন, সিরিয়া ও লেবানন সহ অন্যান্য দেশে। ৭ জুন ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে সৌদি আরবে তাদের দূতাবাস আবারও চালু করেছে। রিয়াদে একজন প্রখ্যাত সুন্নি আলেমকে ফাঁসি দেওয়া হলে ২০১৬ সালে বিক্ষোভকারীরা তেহরানে অবস্থিত সৌদি আরবের দূতাবাসে হামলা চালায়। এ ঘটনার পর সৌদি আরব ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই সফরে বিন ফারহান ইরানের প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রাইসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দোল্লাহিয়ানের সঙ্গে দেখা করবেন। সম্প্রতি ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলের একাধিক আরব দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করছে। সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের পর ইসরাইল মোটামুটি একা হয়ে পড়েছে দেশটি ইরানকে কূটনৈতিকভাবে একঘরে করে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ২০২০ সালে মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম আরব দেশ হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয় এবং এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। তা সত্ত্বেও আরব আমিরাত গত বছর ইরানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক আবারও চালু করেছে। পরবর্তীতে বাহরাইন ও মরক্কো সংযুক্ত আরব আমিরাতের পথ ধরে ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে।

মণিপুরে সেনার কাছে রসদ পৌঁছাচ্ছে না

ইম্ফল ঃ অভিযোগ, মেইতেইদের একাংশ রাস্তা অবরোধ করেছে। ফলে সমতল থেকে আসাম রাইফেলের জওয়ানদের কাছে খাবার পৌঁছাচ্ছে না।

গত ১৮ দিনে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মণিপুর। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে উত্তেজনাপূর্ণ এলাকায় সব মিলিয়ে সাত ব্যাটেলিয়ন আসাম রাইফেলসের সেনা জওয়ান পাঠানো হয়েছে। বস্তুত, আসাম রাইফেলস বেশ কিছু এলাকায় ঢুকে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং তাদের হত্যাও করেছে। সূত্র জানাচ্ছে, পাহাড়ে বসে থাকা এহেন আসাম রাইফলেসের জওয়ানদের কাছে নিচ থেকে রসদ পৌঁছাচ্ছে না। কারণ, মেইতেইরা রাস্তা অবরোধ করেছে। আসাম রাইফেলসের কাছে যাতে রসদ না পৌঁছায়, তার ব্যবস্থা করেছে। যদিও এবিষয়ে সেনা অথবা মণিপুর সরকারের তরফে কোনো বিবৃতি জারি বা মন্তব্য করা হয়নি।

স্থানীয় সূত্র জানাচ্ছে, মেইতেইদের প্রকাশ্য অভিযোগ, আসাম রাইফেলস কুকিদের পক্ষ নিয়েছে। তারা মেইতেইদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। কুকিরা পাহাড়ে বেআইনি আফিমের চাষ করছে বলেও তাদের দাবি। আসাম রাইফেলস তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এখানেই শেষ নয়, মেইতেইদের অভিযোগ, মিয়ানমার থেকে চীন জনজাতির মানুষ কুকিদের সাহায্যে মণিপুরে প্রবেশ করে বেআইনিভাবে থাকছে। আসাম রাইফেলস তাদেরকেও ভারতে ঢুকতে সাহায্য করছে।মিয়ানমার থেকে আসা এই ব্যক্তিরা কুকিদের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যোগ দিচ্ছে বলে অভিযোগ। মণিপুর সরকার এবং সেনা বাহিনী এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। বস্তুত, সপ্তাহখানেক আগে সেনা জানিয়েছিল, তারা বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সঙ্গে লড়াই হয়েছে। বেশ কিছু সন্ত্রাসীর মৃত্যু হয়েছে। যাদের মৃত্যু হয়েছিল, তারা কুকি জনজাতির অংশ। ফলে মেইতেইদের অভিযোগ ধোপে টেকে না বলে দাবি স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের।

তবে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মিয়ানমার থেকে মণিপুর এবং মিজোরামে বহু শরণার্থী প্রবেশ করেছে। পাহাড়ি জনজাতির সঙ্গে তাদের মিয়ানমারের ওই জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ বহুদিনের। মণিপুর এবং মিজোরামের সীমান্তে আসাম রাইফেলসের জওয়ানেরা প্রহরায় থাকেন। তাদের সামনে দিয়েই মিয়ানমারের শরণার্থীরা ভারতে আসছেন। ফলে অনুপ্রবেশ হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠছে, তা সর্বৈব ভুল নয়।

চীনদক্ষিণ কোরিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ককে 'পরিপক্ক' করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন ব্লিংকেন

বালিঃ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, তিনি চীনের সাথে একটি সুস্থ ও পরিপক্ক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন। দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রক শনিবার একথা জানিয়েছে। শনিবার এক বিবৃতিতে মন্ত্রক জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের সর্বোচ্চ কোনও কর্মকর্তা হিসেবে ব্লিংকেন রবিবার বেইজিংয়ে পৌঁছাচ্ছেন। সফরের আগে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পার্ক জিনের সাথে একটি টেলিফোন সংলাপে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সম্পর্ক এবং উত্তর কোরিয়া নিয়ে আলোচনা করেন। ব্লিংকেন এবং পার্ক , যাকে তারা মনে করেন উত্তর কোরিয়ার বারবার উস্কানি, তার তীব্র নিন্দা করেছেন। মন্ত্রক বলেছে এবং সম্মত হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের উচিত চীনকে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের জন্য অনুরোধ অব্যাহত রাখার। বিবৃতিতে বিস্তারিত আর কিছু বলা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলছেন, ওয়াশিংটন এবং বেইজিং একে অপরকে যেভাবে মোকাবিলা করে, তাতে পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চীন সফর কোন বড় রকমের অগ্রগতি সাধনে সমর্থ হবে।ব্লিংকেন শুক্রবার বলেছেন, তাঁর এই ভ্রমণের লক্ষ্য হবে দুই দেশের মধ্যে উন্মুক্ত এবং শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপন করা।

খার্তুমে বিমান হামলায় ৫ শিশুসহ ১৭ জন নিহত, জানালেন সুদানের কর্মকর্তারা

খার্তুম ঃ সুদানের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে রাজধানী খার্তুমে এক বিমান হামলায় অন্তত ১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এদের মধ্যে ৫ জন শিশুও রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখঞ্জত্ব যে , দেশের নিয়ন্ত্রণ নিতে প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেলদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই রয়েছে। খার্তুম শহরাঞ্চল ও সুদানের অন্যত্র সেনা ও র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস বা আরএসএফ নামে পরিচিত শক্তিশালী আধাসামরিক গোষ্ঠীর মধ্যে যতগুলো মারাত্মক সংঘর্ষ হয়েছে এটি তার মধ্যে অন্যতম। এই হামলা বিমান নাকি ড্রোন থেকে করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। সেনাবাহিনীর বিমান বার বার আরএসএফ বাহিনীকে নিশানা করেছে এবং আরএসএফও সেনার বিরুদ্ধে ড্রোন ও বিমানধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করেছে বলে জানা গিয়েছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি এই সংঘাত শুরু হয়েছিল সুদানে। যত সময় গড়িয়েছে সামরিক বিভাগ ও আরএসএফের নেতাদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুদানের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে শনিবারের হামলা ঘটে খার্তুমের দক্ষিণাঞ্চলের ইয়ারমুক এলাকায়। সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহ ধরে এখানেই সংঘর্ষ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই এলাকায় সেনা নিয়ন্ত্রিত সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। ফেসবুকে এক পোস্টে ওই মন্ত্রক লিখেছে, অন্তত ২৫টি বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। মন্ত্রক জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে রয়েছে পাঁচজন শিশু, কয়েকজন নারী ও বয়স্ক মানুষ। কয়েকজন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এমার্জেন্সি রুম নামে পরিচয় দেওয়া স্থানীয় এক সংগঠন এই এলাকায় মানবিক সাহায্য পৌঁছে দিতে সাহায্য করছে। তারা বলেছে, এই হামলায় অন্তত ১১ জন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ও ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মানুষের জিনিসপত্র খোঁজার ছবি পোস্ট করেছে তারা। এক বিবৃতিতে আরএসএফ দাবি করেছে, সেনার বিমান এই এলাকায় বোমা ফেলে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা ও জখম করেছে। তাদের আরও দাবি, তারা সেনাবাহিনীর একটি মিগ লড়াকু বিমান নামিয়েছে। এই আধাসামরিক গোষ্ঠীটির দাবি স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করা যায়নি। মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করা হলে সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কোনও সাড়া দেননি।

চ্যালেঞ্জ কয়েকটি জায়গায় বিরোধীরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তা গত পঞ্চায়েত ভোটে ছিল না

বাহিনী রুখতে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি রাজ্য ও কমিশনের

কলকাতা ঃ কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট করানোর নির্দেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাল রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকার। নির্বাচনে হিংসাকে নির্মূল করতে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যপাল। আজ তিনি যান ক্যানিংয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে হোক, এই দাবিতে বিজেপি ও কংগ্রেস মামলা করে কলকাতা হাইকোর্টে।তার ভিত্তিতে একাধিকবার বাহিনী মোতায়েনের কথা বলে আদালত। প্রথমে সাতটি স্পর্শকাতর জেলায় আধাসেনা মোতায়েনের পরামর্শ দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার আদালত ছেড়েছিল কমিশনের উপর।

কিন্তু এর পর উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে মনোনয়ন পর্বে কয়েকজনের মৃত্যু হয়।এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার কড়া অবস্থান নিয়ে হাইকোর্ট বলে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব জেলার জন্য আধাসেনা চাইতে হবে কমিশনকে। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার দিনই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাল রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশন। শনিবার শীর্ষ আদালত বন্ধ থাকায় ই ফাইলিং করা হয়েছে। এই সম্ভাবনা আঁচ করে আগেই ক্যাভিয়েট দাখিল করেছেন কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী। এর ফলে রাজ্য ও কমিশনের আবেদনে শুনানির সময় কংগ্রেস আদালতে বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবে। বিরোধীরা সমস্বরে বাহিনী চাইছে। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর প্রশ্ন, রাজ্য সরকার অন্য রাজ্যের পুলিশ আনতে চাইছে। তা হলে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে আপত্তি কোথায়? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার বাহিনী মোতায়েনের বিরোধিতা করে বলেন, ২০১৩ সালে আধাসেনা দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট হয়েছিল। সেবার ৩৯ জনের মৃত্যু হয়। বাহিনী মণিপুরে কেন হিংসা থামাতে পারছে না?

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস শুক্রবার ভাঙড় সফরে যান। উপদ্রুত এলাকা ঘুরে দেখেন। কথা বলেন স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে। মনোনয়ন পর্বে তিন দিনের হিংসায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এখানে। এই সফরের পর রাজ্যপালের কড়া বার্তা, হিংসাকে বলি দিতে হবে। যারা হিংসা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আইন ও সংবিধান মেনে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শনিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে তলব করেন রাজ্যপাল। যদিও মনোনয়ন সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকবেন বলে রাজভবনে যাননি কমিশনার। এর পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে যান বোস। ভাঙড়ে অশান্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রী দায়ী করেছেন সেখানকার আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে। তার অভিযোগ, বিজেপির থেকে টাকা নিয়েছেন নওশাদ। তৃণমূল নেত্রীর এই দাবির পর তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার সমর্থনে টুইট করেন। শাসকের দাবি খারিজ করে নওশাদের বক্তব্য, টাকা নেয়ার প্রমাণ দেখাতে হবে। ভাঙড়ে হিংসা নিয়ে ইতিমধ্যে রিপোর্ট তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবারের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব শেষ হয়েছে বৃহস্পতিবার। তার পরেই অনেক জায়গায় শাসকদলের বিজয়োল্লাসের ছবি সামনে এসেছে। বিরোধী প্রার্থী না থাকায় অনেকগুলি পঞ্চায়েত দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিম বর্ধমানের বারাবনির তিনটি পঞ্চায়েত। মনোনয়নকে কেন্দ্র করে রক্ত ঝরেছে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায়। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ মিলিয়ে খান দুই আসনে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পেরেছে। একই ছবি দেখা গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায়।

বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, জলপাইগুড়িসহ অন্যান্য জেলা থেকেও ভোটের আগে শাসকের বোর্ড দখলের খবর আসছে। সর্বত্রই বিরোধীরা শাসকদলের বিরুদ্ধে বাধাদানের অভিযোগ তুললেও তৃণমূল তা খারিজ করেছে।

তবে প্রবীণ সাংবাদিক শিখা মুখোপাধ্যায় বলেন, অন্যান্য রাজ্যেও শাসক জিতে যায় বিরোধী প্রার্থী না থাকায়। এই রাজ্যে গত পঞ্চায়েতে ৩৪ শতাংশ আসনে বিনা ভোটে তৃণমূল জিতেছিল। এবার এই সংখ্যা কম হবে। তবে যতই ভয়ের পরিবেশ বলুন, মানুষ সুযোগ পেলে নিজের ভোট ঠিকই দেয়।

মনোনয়ন দেশের পর্ব শেষ হতে প্রত্যাহারের প্রক্রিয়ায় শুরু হয়ে গিয়েছে। জেলায় জেলায় অভিযোগ উঠেছে, শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য বিরোধী দলের প্রার্থীদের উপর চাপ দিচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে বিজেপির মহিলা প্রার্থীর স্বামীকে মারধর করা হয়েছে।একই জেলার বারুইপুরে প্রার্থীর বাড়ির মহিলা সদস্যদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে সাদা থান কাপড়। হাওড়ার ডোমজুড় ও নদিয়ার তেহট্টে সিপিএমের দুই মহিলা প্রার্থী একই ধরনের অভিযোগ এনেছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও শাসকদলের দাবি, ভোটে হার নিশ্চিত বুঝে মিথ্যা অভিযোগ করছে বিরোধীরা। শনিবারও বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছে। কোচবিহারের দিনহাটায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ভোটগ্রহণের সপ্তাহ তিনেক আগেই তপ্ত বাংলার রাজনীতি। তৃণমূল কি এবারও হইহই করে জিতবে? প্রবীণ সাংবাদিক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলেন, কয়েকটি জায়গায় বিরোধীরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তা গত পঞ্চায়েত ভোটে ছিল না। এতে সাধারণ মানুষেরও কিছুটা যোগও আছে। ১২ বছর ক্ষমতায় থাকায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা রয়েছে, তার সঙ্গে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তাই ভোটগ্রহণ অবাধ হলে শাসকের চিন্তা বাড়বে। প্রায় এক তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘু ভোট এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মইদুল ইসলাম বলেন, ''চোপড়া বা ভাঙড়ের মতো কিছু এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটের একটা অংশ এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে আছে। উন্নয়নের প্রত্যাশা সকলের পূরণ হয়নি। আবার দুর্নীতির মাশুল দিতে হচ্ছে সংখ্যালঘুদেরও। তবে নারীদের কী মনোভাব সেটা দেখতে হবে। কিন্তু পুরুষদের একাংশ ক্ষুব্ধ সেটা মনোনয়ন পর্বে বোঝা গিয়েছে।''

বেজে গিয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা।আগামী ৮ জুলাই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট

শিলিগুড়ি ঃ 'বেজে গিয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা।আগামী ৮ জুলাই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট।নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষনা হতেই ময়দানে নেমে পড়লো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন ও নির্বাচনী প্রচার। শুক্রবার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লকের ফুলবাড়ি ১ ও ২ অঞ্চল এলাকায় দেখা গেল এমনই চিত্র।এদিন ফুলবাড়ি ১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ফুলবাড়ির কামরাঙাগুড়ি এলাকায় দেওয়াল লিখন কর্মসূচি গ্রহণ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মীরা।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফুলবাড়ি ১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহম্মদ আহিদ, ফুলবাড়ি ব্লকের যুব সভাপতি কিশোর মন্ডল, অঞ্চল যুব সভাপতি গণেশ বর্মন সহ তৃণমূলের অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা।ফুলবাড়িতে পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল ভালো হবে বলে জানান অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ আহিদ।

পৌরসভার উদ্যোগে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর বিরোধিতা করে শুক্রবার ইংলিশবাজার পৌরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্ণপল্লী বাপুজি কলোনি এলাকায় আন্দোলনে সামিল হলেন ওয়ার্ডবাসিরা

মালদা ঃ পৌরসভার উদ্যোগে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর বিরোধিতা করে শুক্রবার ইংলিশবাজার পৌরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্ণপল্লী বাপুজি কলোনি এলাকায় আন্দোলনে সামিল হলেন ওয়ার্ডবাসিরা। যদিও পড়ে, ইংলিশ বাজার থানা পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির স্বাভাবিক হয়। জানা গেছে ইংলিশ বাজার পৌরসভার উদ্যোগে ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্ণপল্লী বাপুজী কলোনি এলাকায় তৈরি করা হচ্ছে একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র। ওয়ার্ড বাসীদের অভিযোগ যে শিশু উদ্যানে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে সেই জায়গায় সামাজিক নানা অনুষ্ঠান এবং ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে। তাই সংশ্লিষ্ট জায়গায় পৌরসভার উদ্যোগে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরিতে বাধা দেন ওয়ার্ড বাসিরা। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান তারা। পরে ইংলিশ বাজার থানা পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি

উত্তর দিনাজপুর – দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি, এদিন রায়গঞ্জের কমলাবাড়ী এলাকায় ভারতের জনতা পার্টির দেয়াল লেখনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন জেলা বিজেপি বাসুদেব সরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া 15th Finance এর টাকার হিসেব দেওয়া হচ্ছে না বিরোধী দলনেতাকে

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরুদ্ধে এমনি অভিযোগ আনলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওঁরাও। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের মোট ৯টি আসনের মধ্যে একটি আসনে জয়ী হয়েছিলেন অজয় ওঁরাও। তিনি একমাত্র বিরোধী যিনি ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে জয়ী হয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা হয়েছেন। তার অভিযোগ, তিনি একমাত্র বিরোধী হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে মহকুমা পরিষদের বিভিন্ন এলাকা উন্নয়নের জন্য যেই 15th finance এর অর্থ দেওয়া হয়েছে তা কোন খাতে কিভাবে খরচ হচ্ছে তা তাকে জানানো হচ্ছে না। কাজ চলছে, তবে কাজের হিসেব নেই। এই নিয়ে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে এমনি তিনি অভিযোগ তোলেন। পরবর্তীতে দলগতভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা তিনি জানান।

ফের একবার অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান শিলিগুড়ি পুরনিগমের, ভেঙে দেওয়া হল একটি অবৈধ নির্মাণ

শিলিগুড়ি। ফের একবার অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযানে নামলো শিলিগুড়ি পুরনিগম। শিলিগুড়ি শক্তিগড় এলাকায় একটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিলো শিলিগুড়ি পুরনিগম। পুরনিগম সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি শক্তিগড় এলাকার একটি আবাসনে অবৈধ নির্মাণ তৈরি করা হয়েছিল। পুরনিগমের নিয়ম অমান্য করে প্ল্যান পাশ না করে এই নির্মাণ বানানো হয়েছিল। কিছুদিন আগে টক টু মেয়র কর্মসূচিতে এই বিষয়ে শিলিগুড়ির এক বাসিন্দা বিমান রায় নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ জানান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুরনিগম। অবৈধ নির্মাণের প্রমাণ পেয়ে শুক্রবার পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়ারদের উপস্থিতিতে ওই নির্মাণ ভাঙা হয়। আবাসনে গ্যারেজে ও প্রথম তলার একটি ফ্ল্যাটে একাংশ অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। এদিন এই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়।

দুই দিনব্যাপী কারাতে কর্মশালার উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির সালুগারা সংলগ্ন একটি প্রাইভেট কোম্পানির চত্বরে ছোট থেকে বড় বিভিন্ন বিভাগের একাধিক ক্যারেটে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি কর্মশালা সুভারম্ভ হয়।জানা গিয়েছে, আজ ও আগামীকাল বিভাগের পরীক্ষার সাথে সাথে ছাত্রছাত্রীদের মান উন্নয়নের বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে রয়েছেন কল্লেস মাকয়ানা, (নিকন সতোকান ক্যারাটে অস্যাসিয়েশনে জেনারেল সেক্রেটারি) এবং প্রধান উদ্যোক্তা সেন্সি কালা চাদ বিশ্বাস জানান, প্রতিবছরের ন্যায় বাচ্চাদের নিয়ে এ ধরনের কর্মশালা করা হয়। বিগত সময় সাময়িক ভাবে করোণার জন্য বন্ধ থাকলেও এখন এই কর্ম শালা আবার ও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে।তিনি আরো জানান,ক্যারাটে শুধু মাত্র আত্মরক্ষা নয়, বিকাশ ঘটায় বাচ্চাদের মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতার।

স্বামি স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুতে শোকের ছায়া পরিবারে

মেখলিগঞ্জ ঃ কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের রানীরহাটে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হলো স্বামি স্ত্রীর। খুন নাকি অন্য কিছু তদন্তে পুলিশ।শুক্রবার, সকাল ছয়টায় পারিবারের লোকেরা দেখতে পান ওই দম্পতির নিথর দেহ পড়ে রয়েছে শোবার ঘরের মধ্যেই। এরপর, পারিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে আসে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ও কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা।

মৃত ব্যক্তির নাম রাজ কুমার হরিজন (৩৫) ,তার স্ত্রীর নাম মঞ্জু হরিজন (২৬)। তাদের দুই জন কন্যা সন্তান রয়েছে। মৃত যুবকের পরিবার সুত্রে জানা গেছে রাজ কুমার হরিজন পেশায় একজন মুচি। কিন্তু, সেই কাজে রোজগার কমে এসেছে,প্রতি নিয়ত মদ্য পান করতেন ও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা চলত। এই ঝামেলায় জেরে গৃহবধূকে বাপের বাড়িও চলে যেতেন।গৃহবধূর মায় গন্দশরি হরিজন বলেন তার জামাই প্রায় দিনেই মদ্যপান করত ও তার মেয়ের ওপর চলত অত্যাচার।রাজকুমার হরিজনের মা সুকমনি হরিজন বলেন তার ছেলের টিভি রোগ রয়েছে। কিভাবে এই ঘটনা হলো তা বুজতে পারছেন না। তাদের অভাব চলত। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা জানিয়েছেন দুজনের দেহ উদ্দার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে।

সামাজিক কর্মসূচি ও শিশুদের খেলার মাঠে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের প্রতিবাদে গ্রামবাসী

মালদা ঃ পৌরসভার উদ্যোগে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর বিরোধিতা করে শুক্রবার ইংলিশবাজার পৌরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্ণপল্লী বাপুজি কলোনি এলাকায় আন্দোলনে সামিল হলেন ওয়ার্ডবাসিরা। যদিও পড়ে, ইংলিশ বাজার থানা পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির স্বাভাবিক হয়। জানা গেছে ইংলিশ বাজার পৌরসভার উদ্যোগে ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্ণপল্লী বাপুজী কলোনি এলাকায় তৈরি করা হচ্ছে একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র। ওয়ার্ড বাসীদের অভিযোগ যে শিশু উদ্যানে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে সেই জায়গায় সামাজিক নানা অনুষ্ঠান এবং ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে। তাই সংশ্লিষ্ট জায়গায় পৌরসভার উদ্যোগে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরিতে বাধা দেন ওয়ার্ড বাসিরা। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান তারা। পরে ইংলিশ বাজার থানা পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পঞ্চায়েত ভোটের পূর্বে বনাধিকার আইন সঠিক ভাবে রূপায়ণের দাবিতে সরব বনবস্তি বাসিন্দারা

আলিপুরদুয়ারঃ শুক্রবার উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবি মঞ্চের পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ার জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয় । এদিন বনবস্তি বাসিন্দারা মিছিল করে আলিপুরদুয়ার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যাতে এসে পৌছায় এবং সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বনজন শ্রমজীবী মঞ্চের আহ্বায়ক লাল সিং ভুজেল জানান ২০০৬ সালে বনবস্তি বাসিন্দাদের জন্য বনাধিকার আইন পাশ হয় কিন্তু এখন অবধি বনাধিকার আইন সঠিক ভাবে রূপায়ণ হয়নি । বিভিন্ন দফতরে আবেদন করা হয়েছে বনাধিকার আইন সঠিক ভাবে রূপায়ণ জন্য । এছাড়া সম্প্রতি বনসহায়ক নিয়োগ হচ্ছে বনদফতরে সেই নিয়োগে বনবস্তি বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার প্রদান সহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনে সামিল বনবস্তি বাসিন্দারা বনবস্তি বাসিন্দারা জানান বনাধিকার আইনে গ্রামসভা প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে কিন্তু যেই রাজনৈতিক দল এই গ্রাম সভা মানবেনা তাদের রাজনৈতিক সভায় আমরা যাবোনা। এবং প্রয়োজনে আমরা ভোট বয়কটে সামিল হব।

ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট টিউটরস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা শাখার পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল করে জেলা বিদ্যালয়ের শিক্ষা দপ্তরে উপস্থিত হন, ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট টিউটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ডিআইকে স্মারকলিপি দিয়েছে

শিলিগুড়িঃ সকল গৃহশিক্ষক ও শিক্ষীকারা।আজ সংগঠনের পক্ষ থেকে এক অভিযোগ এনে স্কুল শিক্ষকতার সাথে যুক্ত সকল শিক্ষক শিক্ষীকারা গৃহ শিক্ষকতা বন্ধের দাবিতে সরব হন।DI এর অনুপস্থিতিতে তাঁর দপ্তরের আধিকারিকের হাতে শারকলিপি দেওয়া হয়।এবং এক সপ্তাহ পরে DI রাজীব প্রামানিক এর সঙ্গে দেখা করাবার জন্য জানান।শারকলিপি প্রদান করবার পর সংগঠনের দার্জিলিং জেলা শাখার সম্পাদক সমীর কুমার দে জানান, ঐ সকল স্কুল শিক্ষকেরা যে হারে মাইনে পান তাঁর ওপর গৃহশিক্ষকতা কেন প্রয়োজন তা বোঝার উপায় নেই।এই বিষয় নিয়ে হাইকোর্ট রায় দিয়েছিলেন স্কুল শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক শিক্ষীকারা কোন টাটার বিনিময়ে স্কুলের বাইরে শিক্ষাদান করতে পারবেন না।যদিও শিক্ষাদান করেন তবে তাঁর বিনিময়ে অরথ নেওয়া যাবে না।এই বিষয় নিয়ে এই সংগঠনের সদস্যরা অভিযোগ এনে বলেন তাদের কাছে ২ থেকে আড়াইশো জনের নাম রয়েছে যারা একপ্রকার চাপ সৃষ্টি করে গৃহশিক্ষকতা করে আসছে।তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবার অনুরোধ করলে এক সপ্তাহ সময় চেয়ে DI এর সাথে সাক্ষাৎ করতে বলা হয় ।

সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ গ্রেপ্তার এক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ ¯ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ষোলো জুন সন্ধ্যায় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবং সিউড়ি থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে এক যুবককে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার করেছে । ধৃতের নাম আব্দুল রহিম শেখ বাড়ী কেতুগ্রাম থানা এলাকায় । ধৃতের কাছ থেকে তিনটি সেভেন এমএম পিস্তল,একটি ওয়ান শাটার, বাষট্টি রাউন্ড সেভেন এমএম কার্তুজ,নয় রাউন্ড এইট এমএম কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে । ভাগলপুর থেকে দুমকা হয়ে অস্ত্র পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল বলে জানা গিয়েছে । সাতেরো জুন সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক ।

তীব্র দাবদাহে রক্তদান শিবির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ তীব্র দাবদাহে বীরভূম জেলাজুড়ে তীব্র রক্ত সংকট চলছে । এই রক্ত সংকট মেটাবার জন্য সিউড়ি রেনবো স্পোটিং ক্লাব ও সিউড়ি উদীচি রাঙামাটির ব্যবস্থাপনায় একটি রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয় । প্রায় বাহান্ন ইউনিট রক্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে । প্রত্যেক রক্তদাতাকে এই তীব্র তাপদাহ থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে একটি করে গাছের চারা, ঠান্ডা জল,সামান্য টিফিন সরবরাহ করা হয় । বীরভূম জেলা তৃণমূল সহসভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায়,সিউড়ি পৌরসভার উপপৌরপতি বিদ্যাসাগর সাউ,সিউড়ি শহর তৃণমূল সভাপতি আব্দুল শাফি,উদীচি রাঙামাটি কর্ণধার রাহুল মন্ডল,বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর লক্ষীনারায়ন মন্ডল উপস্থিত ছিলেন । উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার বিখ্যাত ডাক্তারগণ, রেনবো ক্লাবের কর্ণধার আরিন ব্যানার্জি । বীরভূম জেলা তৃণমূল সহসভাপতি মলয় মুখার্জি বলেন, রেনবো ক্লাব এবং উদিচি রাঙামাটি যখনি প্রযোজন হয় মানুষের পাশে থেকে বিভিন্ন রকম মানবিক কর্মসূচিতে শামিল হয় ।

বিজেপির দেওয়াল লিখন

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ পঞ্চায়েত ভোটের দেওয়াল লিখন শুরু করলো বিজেপি রবিবার থেকে । দেউচায় দেওয়াল লিখন শুরু করলো বিজেপি জেলা সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত সাহা । জয়ের বিষয়ে আশাবাদী কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার শুরু করলাম । জেলাপরিষদের সাতাশ নং আসনের বুথে বুথে প্রচার করবো । বীরভূম জেলাপরিষদের সাতাশ নং আসনের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা ।

তৃনমূলের দেওয়াল লিখন

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ প্রার্থীর নাম ছাড়া দেওয়াল লিখন শুরু করলো তৃণমূল রবিবার থেকে । তৃনমূলকমী বামদেব মাল বলেন, দল যাকে সিদ্ধান্ত নেবে সেই প্রার্থী । তৃনমূলে আছি তৃনমূলেই থাকবো ।

অখন্ড বঙ্গ ঐক্য স্থাপনের উদ্যেশ্য রাঁচির ঐতিহ্যশালী ইউনিয়ন ক্লাবে রাজ্য বঙ্গ সম্মেলন

রাঁচি ঃ ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বাংলা ভাষীদের অখন্ড বঙ্গ ঐক্য স্থাপনের উদ্যেশ্য রাঁচির ঐতিহ্যশালী ইউনিয়ন ক্লাবে রাজ্য বঙ্গ সম্মেলন আয়োজন হয়। রাজ্য বঙ্গ সম্মেলনে পূর্ব সিংভূম , পশ্চিম সিংভূম , সরাইকেল্লা ¯ খারসোয়া , রাঁচি, বোকারো , ধনবাদ, ধানবাদ, গিরিডিহ, গোড্ডা জেলার বঙ্গীয় সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় জেলার প্রতিনিধিদের প্রস্তাব অনুযায় বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যা আগামী দিনে বাংলা ভাষীদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার সাথে রাজ্যে পুনঃ বাংলা পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণ , সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংখ্যার নিরিখে প্রযোজনীয় দাবি রাজ্য জুড়ে জানানো হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসা বিজেপি ও কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপর্যস্ত বিজেপির জেলা সভাপতি বলেন, মাতাল নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পেয়েছে

জলপাইগুড়ি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে বিজেপি, কংগ্রেস প্রার্থীরা ফর্মই পাচ্ছেন না। চাঞ্চল্যকর এই অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়িতে। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একজন মাতালকে। এজন্য রাতে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে সকালেই মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা বলছেন। অথচ মনোনয়নপত্র পেশ করতে এসে প্রার্থীরা অনেকেই ফর্ম জোগাড় করতে পারছেন না। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপির জেলা সভাপতি। নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে তাঁর চাঞ্চল্যকর মন্তব্য নিয়েও জোর চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেন, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয়েছে তার মদ্যপানের আসর বসানোর একটি ছবি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। বলেন, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একজন মাতালকে। এজন্য মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়ার মতো সঠিক কোনও পরিকাঠামো নেই কোথাও।পঞ্চায়েত নির্বাচনের নামে প্রহসন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকি সেনগুপ্ত বলেন, মনোনয়ন পত্র পেশ করার প্রথম দিনই হয়রানির শিকার হতে হয়েছে আমাদের প্রার্থীদের। শেষ পর্যন্ত যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয় এই দাবি রইল আমাদের।

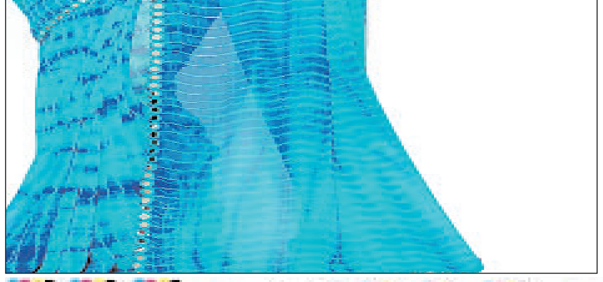

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বাজতে না বাজতেই ভোটের ময়দানে নেমে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বাজতে না বাজতেই ভোটের ময়দানে নেমে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে আগামী ৮ই জুলাই বাংলার পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণা করা হল। ঘোষণা হতেই কোচবিহার জেলার রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত দেখা গেল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের তৎপরতা। শুক্রবার সকাল সকাল দলীয় পতাকা লাগানো ও প্রস্তুতি সভা শুরু করলো রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বেরা। এদিন তারা ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দ পল্লী ৩২১৫ নং বুথে প্রচার ও দলীয় পতাকা লাগানো শুরু করেন। জানা গেছে, আগামী ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন। গতকাল পঞ্চায়েত ভোটের ঘোষণা করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। সেই ঘোষণার পর বিরোধীরা খুশি না হলেও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে উন্মাদনা। সেই কারণে সকাল বেলা থেকে রাজারহাট অঞ্চলের বিবেকানন্দ পল্লীর ৩২১৫ নং বুথে প্রচার অভিযান শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল নেতৃত্ব। সেদিন তারা সকাল সকাল ওই বুকে বিভিন্ন বাড়ি ঘুরে কর্মীদের সাথে কথা বলে এবং এলাকায় দলীয় পতাকা লাগায়। কারণ আজ থেকে নমিনেশন তোলা শুরু। প্রার্থী কে হবে তা ঠিক করবে দল। প্রার্থী ঘোষণার আগে প্রচার অভিযান শুরু করে তৃণমূল। আমাদের লক্ষ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৭ টি আসন রয়েছে। সেই ২৭ টি আসন যেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ী করাতে হবে। এবং প্রার্থীদের জয়ী করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করার করার বার্তা দেন রাজারহাট তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

বন্ধুত্বের আড়ালে অপহরণের ঘটনায় গ্রেফতার আরও এক যুবক।ধৃতের নাম মানিক বর্মন।খড়িবাড়ির ওয়ারিশ জোতের বাসিন্দা

শিলিগুড়ি। গত ৩রা জুন অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল মনি বর্মনকে।ধৃতকে রিমান্ডে নিয়ে তদন্ত শুরু করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।উঠে আসে আরও এক যুবকের নাম।এরপর অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় মানিক বর্মনকে।এই ঘটনায় ধৃত দুজনকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।উল্লেখ্য, গত ১ জুন কোচবিহার থেকে মৃত্যুঞ্জয় অধিকারীকে ফোন করে ডেকে আনে বন্ধু মনি বর্মন।এরপর মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে উধাও হয়ে যায় মনি।পরে মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারকে ফোন করে মুক্তিপন দাবি করে মনি।এরপরই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মনিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই মানিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ভূমি মাফিয়া সহ ১৪ দফা দাবি নিয়ে নকশালবাড়ি ব্লক জমি ও ভূমি রাজস্ব অফিসে স্মারকলিপি দিল বামপন্থী দলগুলি

শিলিগুড়ি ঃ১৪ দফা দাবিদাওয়া নিয়ে নকশালবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করল বাম দলসমূহ। শুক্রবার নকশালবাড়ির বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি র‍্যালি করে নকশালবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের দপ্তরে শেষ হয়। মূলত সরকারি খাস জমি দখল, আদিবাসীদের জমি ভুযো নথি বানিয়ে দখল করে অবৈধভাবে বিক্রি করছে জমি মাফিয়ারা। এই ক্ষেত্রে জমির পরিবর্তন করার পাশাপাশি কৃষক ও বর্গাদারদের কাছে থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে জমি বিক্রি করছে জমি মাফিয়ারা। স্মারকলিপি প্রদানৈ উপস্থিত ছিলেন সিটু নেতা গৌতম ঘোষ , দিপু হালদার, মাধব সরকার, রাজু সরকার সহ অন্যান্যরা।

শিলিগুড়ির রাস্তায় দাওয়াইহীন মানুষ তাপপ্রবাহে মারা যাচ্ছে

শিলিগুড়ি ঃ যেখানে প্রচন্ড তাবপ্রবাহ নাজেহাল সাধারণ মানুষ। হাঁসফাঁস করছে রাস্তায় চলাফেরা করতে বেরোচ্ছেন না। সাধারণ মানুষ কাজ ছাড়া অযথা বাইরে ঘোরাফেরা করতে মানা করছেন চিকিৎসকেরা । সেখানে ভবঘুরেদের একের পর এক মৃত্যু ঘটছে রাস্তাঘাটে। সময় মত জল পান করতে পারেন না তারা। গতকালের পাশাপাশি আজ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের খলিলজোত গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা এক ভবঘুরেব্যক্তি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় একটি কালী মন্দিরের পাশে। এর পরেই তারা খবর দেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কে।তার সাথে যোগাযোগ করেন কিন্তু পঞ্চায়েত সদস্যের কাছ থেকে সদউত্তর না পেয়ে। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন অবিনাশ সিংহ নামে এক ব্যক্তি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ফাঁসি দেওয়া থানার পুলিশ। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তর জন্য পাঠিয়েছে। তবে সেই ব্যক্তির পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ভক্তিনগর থানার পুলিশ শিলিগুড়ির পিসি মিত্তাল বাস স্টান্ড থেকে১২.৭০০ গ্রামের গাঁজা সহ মিঠুন ঘোষ নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে

শিলিগুড়ি – গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ভক্তিনগর থানার পুলিশ শিলিগুড়ির পিসি মিত্তাল বাস স্টান্ড থেকে১২.৭০০ গ্রামের গাঁজা সহ মিঠুন ঘোষ নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে। ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলার দলগাও থেকে মিঠুন ঘোষ নামে এক ব্যক্তি গাঁজার ব্যাগ নিয়ে ডুয়ার্সের বীরপাড়া থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে আসছিলো।পূলিশ সূত্রে জানা যায়, পিসি মিত্তাল বাস স্টান্ড নেয়ে মিঠুন ঘোষ গাঁজার ব্যাগটি হ্যান্ডোভার করার জন্য অপেক্ষা করছিলো,সেই সময় ভক্তিনগর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১২.৭০০ গ্রাম ওজনের গাঁজা সহ সেই ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে ধৃত ব্যাক্তির বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলায়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নির্বাচনকে টার্গেট করে প্রশাসন সাজানো হচ্ছে?

ঢাকা ঃ নির্বাচনের আগে সরকার তাদের মতো করে প্রশাসনে রদবদল আনছে বলে অভিযোগ বিএনপির। আর এর মাধ্যমে তারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে চায়।

তবে আওয়ামী লীগ বলছে এসব রুটিন ওয়ার্ক। নির্বাচনের আগে তিন মাস এই দায়িত্ব থাকবে নির্বাচন কশিমনের হাতে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাবেক সচিব আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, এই ধরনের রদবদলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তবে সরকার নিরপেক্ষ হলে সরকারি কর্মকর্তারা নিরপেক্ষ আচরণ করেন।

সর্বশেষ ১৩ জুন পুলিশের ২২ এজন এসপি এবং সাতজন জিআইজিকে বদলি করা হয়েছে। গত ১২ মে পদ না থাকার পরও ১১৪ জন যুগ্ম সচিবকে পদোন্নতি দিয়ে অতিরিক্ত সচিব করা হয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় এখন পুলিশের ৭২০ জন কর্মকর্তা পদোন্নতি চাচ্ছেন বলে জানাগেছে। পুলিশ সদর দপ্তরের একটি পদোন্নতি সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করেছে। শূন্য পদ না থাকলেও তারা প্রশাসনের মতোই পদোন্নতি চান। যুগ্ম সচিব পদেও বড় সংখ্যায় পদোন্নতির প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে। গত ৭ জুন তিনজন সচিব এবং একজন অতিরিক্তি সচিবকে বদললি করা হয়। বদলি করা হয় ১৪ জন যুগ্ম সচিবকে। একই দিনে পুলিশের ১৭ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকেও বদলি করা হয়। প্রশাসনে এখন পদের চেয়ে তিনগুণ বেশি কর্মকর্তা রয়েছেন। ফলে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা যেমন ওএসডি হয়ে আছেন তেমনি অনেক কর্মকর্তা তাদের র‌্যাংকের চেয়ে নিম্নপদে চাকরি করছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা(ইউএনও) পদে শতাধিক নতুন কর্মকর্তাকে চলতি জুন মাসে এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) পদে জুলাইয়ের মধ্যে পদায়ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গত মার্চ মাসে প্রশাসন ক্যাডারের ২৫ ও ২৭তম ব্যাচের দুই শতাধিক কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষে জেলা প্রশাসক(ডিসি) নিয়োগের ফিটলিস্ট চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। একই ভাবে ইউএনও হিসেবে পদায়নের জন্য ৩৫তম ব্যাচের তিন শতাধিক কর্মকর্তাকে ফিটলিস্টে রাখা হয়েছে। আর ৩৩তম ব্যাচের যে সকল কর্মকর্তা বর্তমানে ইউএনও হিসেবে দায়িত্বে আছেন তাদের ফিটলিস্ট করে জুলাই মাসের দিকে এডিসি হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হবে বলে জানা গেছে।

গত ১২ মার্চ দেশের ৮ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

গত বছরের ২৩ নভেম্বর ঢাকাসহ দেশের ২৩ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া গত আগষ্ট মাসে ৪০ জেলায় নতুন পুলিশ সুপার পদায়ন করা হয়। বাকি জেলায় নতুন ডিসি এবং ৪৯৬ উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পদায়নের জন্য আস্থাভাজন কর্মকর্তাদের তালিকা তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শেষ করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ইউএনওদের ফিটলিস্ট তৈরির পর ৪০ জনের প্রশিক্ষণ চলছে। ধাপে ধাপে তাদেরকে পদায়ন করা হবে বলে জানা গেছে।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রশাসনে বদলি বা অন্যকোনো সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। সেই হিসাবে পুলিশ ও প্রশাসন তিন মাস তাদের অধীনে থাকেনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রশাসনে বদলি বা অন্যকোনো সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। এদিকে ৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, ১৩ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেনের চাকরির মেয়াদ শেষে অবসরে যাওয়ার কথা। ২৫ মে অবসরে যাওয়ার কথা থাকলেও প্রতিরক্ষা সচিব গোলাম মো. হাসিবুল আলমের চাকরির মেয়াদ এক বছর বাড়ানো হয়েছে। এই পদগুলোতে যারা দায়িত্ব পালন করেন, তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কাজে সম্পৃক্ত থাকেন। জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ড, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী রয়েছে। তাই এই বিভাগটি নির্বাচনকালিন সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এই কারনে এসব সচিব পদে যারা আছেন তাদের অবসরে না পাঠিয়ে চুক্তিভিত্তিক আরো এক বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ অথবা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচনহওয়ার কথা আছে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রশাসনে বদলি বা অন্যকোনো সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। সেই হিসাবে পুলিশ ও প্রশাসন তিন মাস তাদের অধীনে থাকে। ফলে সরকার পদলি, পদায়ন, পদোন্নতি তার আগেই করে ফেলতে চাইছে।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ১৫ জুন অভিযোগ করেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ পুলিশ ও প্রশাসনে রদবদল করে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিতে চাচ্ছে। সব কিছু নিয়ন্ত্রণে নেয়া শুরু করে দিয়েছে। কয়েকটি পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, পুলিশের ব্যাপক রদবদল, ব্যাপক পদোন্নতি, ৭৫০ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে আর পোস্টিং করা হয়েছে। কারণ মাথার মধ্যে নির্বাচন।

আর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স শনিবার ডয়চে ভেলেকে বলেন, তারা যতই সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলুক না কেন তাদের এই কাজই প্রমাণ করে পুলিশ ও প্রশাসন দিয়ে তারা নির্বাচন তাদের মতো করতে চায়। গত ১৫ বছরে তারা প্রশাসনকে পুরোপুরি দলীয়করণ করেছে। দলীয় লোকজনকে বিভিন্ন পদে বসিয়েছে। এখন নানা প্রক্রিয়ায় তা আরো সংহত করছে। ফলে এই সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়।

তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রশাসনকে দলীয়করণ করার পরও এখনো কিছু যোগ্য ও নিরপেক্ষ লোক আছে। যারা চাপে আছেন বা তাদের ওএসডি করে রাখা হয়েছে। যদি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় তাহলে তারা প্রশাসনকে নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ করার উদ্যোগ নেবেন।

এর জবাবে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেনবলেন, প্রশাসনে বদলি, পদোন্নতি, পদায়ন একেকটি নিয়মিত কাজ, রুটিন ওয়ার্ক। সরকার তাই করছে। নির্বাচনের কথা বলে তো আর পদোন্নতি বদলি আটকে রাখা যাবেনা। যাদের পদোন্নতি পাওনা হয়ে গেছে তাদের তো তা দিতে হবে। তিন বছরের বেশি কাউকে তো একই জায়গায় রাখার সুযোগ নাই। বদলি তো করতে হবে।

তার কথায়, প্রশাসনে কখনো দলীয় লোক থাকে না। আর নির্বাচনের তিন মাস তো পুরো ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকবে। বিএনপি যদি তখন কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয় তা হলে নির্বাচন কমিশন তা তো দেখবে। বিএনপি যেসব অভিযোগ করছে তার কোনো ভিত্তি নাই।

আর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাবেক সচিব আলী ইমাম মজুমদার বলেন, এভাবে নির্বাচনের আগে বদলি পদোন্নতি, পদায়ন করা হলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়, প্রক্রিয়াও ঠিক নেই। কিছু রুটিন ওয়ার্ক আছে সেগুলো চলতে পারে। যেমন কারুর বদলির সময় হয়ে গেছে, কারুর প্রমোশন পাওনা হয়ে গেছে, কারুর অবসরে যাওয়ার সময় হয়েছে এগুলো তো করতে হবে। এর বাইরে যা করা হচ্ছে তা তো ঠিক না।

তার কথা,নির্বাচনের আগে সাধারণত সব রাজনৈতিক দলই তালিকা দেয়। সেটা দেখে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যা করার তা করা যায়। তত্বাবধায়ক সরকারে সময় আমরা তা দেখেছি। তারা সব দলের তালিকা নিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যা ভালো মনে করেছেন তা করেছেন। এককভাবে কিছু করা ঠিক না।

তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, যদি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় অথবা দলীয় সরকারও যদি নিরপেক্ষ হয় তাহলে প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করে। এই প্রশাসনই অতীতে একাধিক গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করেছে।

তিনি মনে করেন, প্রশাসনে প্রচুর নিরপেক্ষ লোক আছে। তারা নিরপেক্ষভাবেই কাজ করতে চান। তারা সুযোগ পেলে দলীয় চিন্তার বাইরে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন। অতীতে এর একাধিক প্রমাণ আছে।

এবিষয়ে কথা বলার জন্য জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে চেষ্টা করেও পাওয় যায়নি।

রোড টু অ্যামেরিকা ঃ ৫ মহাদেশ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশিদের 'গেইম'

ঢাকা ঃ যাত্রা শুরু বাংলাদেশে। তারপর দুবাই হয়ে আফ্রিকার কোনো একটি দেশ। সেখান থেকে ইউরোপ হয়ে দক্ষিণ অ্যামেরিকার ব্রাজিল, তারপর সাতআটটি দেশ পাড়ি দিয়ে চূড়ান্ত গন্তব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২০ থেকে ৪০ লাখ টাকা খরচ করে এমন দীর্ঘ ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসনের পথ বেছে নিচ্ছেন বাংলাদেশিরা।

এই যাত্রায় পাঁচ মহাদেশজুড়ে রয়েছে মানবপাচাকারীদের নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কে দক্ষিণ এশিয়ার নানা দেশের নাগরিকদের পাশাপাশি যেসব দেশে অভিবাসীদের রাখা হয়, সেখানকার স্থানীয়দের অনেকেও জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া থেকে ভুয়া পাসপোর্টে ব্রাজিল যাওয়ার সময় এপ্রিলে নেদারল্যান্ডসে ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে আটক হন দুই বাংলাদেশি। এর আগে আরো কয়েকজনের আশ্রয় আবেদন বাতিল করে গাম্বিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছে নেদারল্যান্ডস কর্তৃপক্ষ। পশ্চিম আফ্রিকার আরেক দেশ ঘানা থেকেও ইনফোমাইগ্রেন্টসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন অনেক বাংলাদেশি অভিবাসী।

বাংলাদেশ থেকে এই পথে পাড়ি জমানো অভিবাসীদের প্রথম গন্তব্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের শহর দুবাই।

পর্যটন বা ট্রানজিট ভিসার ক্ষেত্রে অনেকটাই শিথিলতা দেখায় সেখানকার কর্তৃপক্ষ। বিমানের টিকেট, হোটেল বুকিং, অন্য কোনো দেশে ভর্তি হতে চাওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ভর্তির অনুমোদনপত্রসহ বিভিন্ন নথি দেখিয়ে সহজেই পাওয়া যায় আরব আমিরাতের ভিসা।

দুবাই এবং বাংলাদেশ এয়ারপোর্ট থেকে কিভাবে 'কন্ট্রাক্টের' মাধ্যমে অভিবাসীদের নির্বিঘ্নে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হয় তা সাইপ্রাসে এসে আটকা পড়া অনেক বাংলাদেশি অভিবাসী এবং তাদের এজেন্টরাও ইনফোমাইগেন্টসকে জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ থেকে ২০২২ সালে দুবাইয়ে পৌঁছান লিটন ও জামান। বর্তমানে নেদারল্যান্ডসের রাজধানী আমস্টারডামে এক শরণার্থী ক্যাম্পের বাসিন্দা তারা। সেখানেই তারা এই প্রতিবেদকের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের যাত্রার বিস্তারিত তুলে ধরেন। লিটন জানান, তিনি মূলত ব্রাজিল যাওয়ার জন্য বাংলাদেশি এজেন্টকে প্রাথমিকভাবে প্রায় ১৫ লাখ টাকা দিয়েছিলেন। সেই এজেংটই তাকে শুরুতে দুবাই আসার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি বলেন, ''আমি নোয়াখালি থেকে ঢাকা এসেছি। এখানে আসার পরে আমি দালাল ধরেছি আমাকে ব্রাজিল পৌঁছে দেয়ার জন্য। পরবর্তীতে আমি ওদেরকে পাসপোর্ট দেই। কয়েকদিন পর তারা আমাকে জানিয়েছে আপনার ভিসা হয়ে গেছে, আপনাকে দুবাই পাঠানো হবে।

কাকে কিভাবে কোন রুটে পাঠানো হবে, সেটি মূলত দুবাই থেকেই নির্ধারণ করা হয়। লিটন এবং জামানকে যেমন গাম্বিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। অনেককে ভিন্ন রুটেও পাঠানো হয়।

জামান বলেন, আমি জানতাম না আমাকে কোনদিক দিয়ে পাঠানো হবে।আমার প্রসেসিংটা যেভাবে করলে ভালো হবে, সেটাই তারা (দালাল) করেছে। আমি আফ্রিকা দিয়ে এসেছি, অনেকে সরাসরি দুবাই থেকেই আসে, যখন যেদিকে সুবিধা হয়।''

আগাম ভিসা নেয়া না থাকলেদুবাই থেকে ইউরোপের কোনো দেশে বৈধ উপায়ে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব। ফলে দালালরা বেছে নেন অন্য এক উপায় ভুয়া পাসপোর্ট।

দুবাইয়ে ২২-২৩ দিন রাখার পর ইভিসা করে লিটনকে নিয়ে আসা হয় গাম্বিয়া। প্রায় এক বছর তিনি পশ্চিম আফ্রিকার দেশটিতেই অবস্থান করেন। সেখানেই পাকিস্তানের এক নাগরিকের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার জাল পাসপোর্ট তৈরি করানো হয়। ইন্দোনেশিয়ার নাগরিকদের জন্য ব্রাজিলে রয়েছে ভিসামুক্ত প্রবেশের অনুমতি। আর সে সুযোগকেই কাজে লাগাতে চান অভিবাসীরা।

কিন্তু এই প্রচেষ্টা অনেকক্ষেত্রেই সফল হয় না। হয়নি লিটন আর জামানের ক্ষেত্রেও। ১৯ এপ্রিল নেদারল্যান্ডসে এসে ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তারা। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার স্বপ্নে যাত্রা করা এই অভিবাসীদের আশ্রয় এখন আমস্টারডামের একটি শরণার্থী শিবিরে।

ভুয়া পাসপোর্ট দিয়ে ব্রাজিল যাওয়ার সময় নেদারল্যান্ডসে ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে আটক হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। দেশটির ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে এই বিষয়ে ইনফোমাইগ্রেন্টসের পক্ষ থেকে পরিসংখ্যান জানতে চাইলেও তার উত্তর এখনও মেলেনি। তবে অভিবাসীদের সূত্রে অন্তত আরো দুই বাংলাদেশির আটক হওয়ার তথ্য জানা গেছে। এর মধ্যে একজনের আশ্রয় আবেদন বাতিল হওয়ার পর তাকে ফেরত পাঠানো হয়েছে গাম্বিয়ায়, অন্যজনকেও দ্রুত ফেরত পাঠানো হতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন এবং ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন অনুসারে পাসপোর্ট না থাকলে বা ভুয়া পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্র নিয়ে কেউ কোনো দেশে প্রবেশ করলেও তার আশ্রয় আবেদনের সুযোগ থাকে। ফলে আবেদনের নিষ্পত্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত আশ্রয় দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর। লিটন জানান, বিমানবন্দরে তাদের ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে ভ্রমণ করার অপরাধে দুই মাসের কারাদণ্ড হতে পারে বলে জানিয়েছিলেন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা। পরে তাকে এবং জামানকে প্রায় দুই সপ্তাহ নেদারল্যান্ডসের একটি আটককেন্দ্রে রাখা হয়েছিল। সেখানে বেশ কয়েকবার তাদের পরিচয় এবং সে দেশে আসার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। পরবর্তীতে লিটন এবং জামান নেদারল্যান্ডসেই রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদনের সুযোগ চাইলে তাদের পাঠানো হয় উন্মুক্ত আশ্রয় কেন্দ্রে। এখন তারা চাইলেই কেন্দ্রের বাইরে বিনা বাধায় চলাফেরাও করতে পারেন।

একই রুটে আসার অপেক্ষায় পশ্চিম আফ্রিকার আরেক দেশ ঘানায় রয়েছেন অর্ধশতাধিক বাংলাদেশি। একাধিক বাংলাদেশি অভিবাসী দেশটির রাজধানী আক্রা থেকে যোগাযোগ করেছেন ইনফোমাইগ্রেন্টসের সঙ্গে। তেমনই একজন রিমন। এই অভিবাসী জানিয়েছেন, বাংলাদেশের এক ভাই এর মাধ্যমে আমি দুবাই থেকে এই ঘানাতে আসি। আমি যেখানে থাকি সেখানে সে আরো কিছু লোক বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছে এবং আমাদের সবার কাছ থেকে ইউরোপ অ্যামেরিকা ভিসা করে দিবে বলে ১৫-১৮ লক্ষ করে টাকা নিয়েছে। সে বর্তমানে সবার টাকা ফেরত না দিয়ে ঘানা ছেড়ে ইউরোপ পালিয়ে গেছে। তার পরিচিত অন্তত ৫৫ জন বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার উদ্দেশ্যে আক্রায় অবস্থান করছেন বলে জানিয়েছেন রিমন।

শাহেদ নামে আরেক অভিবাসী জানিয়েছেন, আমি বর্তমানে ঘানাতে আছি ভাই। আমিও অ্যামেরিকায় যাওয়ার জন্য এসেছি। দালালে আমাকে নিয়ে এসেছে। এখানে এসেছি চার পাঁচ মাস হয়েছে এখনও কিছুই করতে পারিনি।

শাহেদও অন্যদের মতোই প্রথমে দুবাই আসেন। সেখানে ২০ দিন থেকে ইভিসা নিয়ে চলে আসেন ঘানা। তিনি বলেন, এখানে অনেক বাঙালিকে এনে রেখেছে দালাল, দালালে এক একজনের কাছ থেকে ২০-২৫ লক্ষ টাকা নিয়েছে ফ্লাইট করাবে বলে, এখানে অনেকেই এসেছে দেড় বছর হয়ে গেছে। যাদের ফ্লাইট করানো হয় নাই ওদেরকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে। তাদের পাসপোর্ট দালালের হাতে। দালাল বলতেছে, এখন এই রোড বন্ধ হয়ে আছে চালু হলে তোমাদের ফ্লাইট করানো হবে।'' ভুয়া পাসপোর্ট তৈরি এবং ফ্লাইট বুক করার জন্য সময় লাগে অনেক। কাউকে কাউকে অপেক্ষা করতে হয় এক বছরেরও বেশি। এই সময়ে আফ্রিকার দেশগুলোতে ব্যবসার কথা বলে দালালরাই অভিবাসীদের বসবাসের অনুমতি জোগাড় করে দেন। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই আফ্রিকার থাকার পুরোটা সময় খাওয়া এবং থাকার খরচ অভিবাসীদের আনতে হয় দেশ থেকেই। অপেক্ষায় থাকতে থাকতে অনেকেই এরই মধ্যে হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন দেশে। কিন্তু তাদের কাউকেই আর টাকা ফেরত দেয়া হয়নি।

ইনফোমাইগ্রেন্টসকে শাহেদ জানিয়েছেন, থাকা খাওয়ার খরচ বাড়ি থেকে এনে চলতে হয়। আমরা বাসা থেকে খুব কম বের হই। এখানে বাসা ভাড়া করে থাকি। আমরা নয় জনের মত আছি, আরো ছিলো প্রায় ৩০ জনের মতো। ওরা দেশে চলে গেছে। তাদেরকে দালাল এক টাকাও ফেরত দেয়নি।

আফ্রিকা ও ল্যাটিন অ্যামেরিকা হয়ে যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার জন্য নানা ধাপে বাংলাদেশি অভিবাসীদের অন্তত ২০ থেকে ৪০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কেউ সংগ্রহ করেন ভিটেমাটি বন্ধক বা বিক্রি করে, কেউ নানা জনের কাছ থেকে ধার করে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই পরিমাণ অর্থ খরচ করে দেশেও কিছু করা সম্ভব ছিল কিনা। অনেকে মনে করেন এই টাকা থাকলে সহজে ইউরোপঅ্যামেরিকার নানা দেশের ভিসা বৈধভাবেই জোগাড় করাও সম্ভব।

কিন্তু অনিয়মিত পথে রওনা হওয়া অভিবাসনপ্রত্যাশীরা তা মানতে নারাজ। তাদের অনেকেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন বলে দাবি করেছেন। নিজেকে বিএনপির কর্মী দাবি করে জামান বলেন, তার নামেও দেশে ভুয়া মামলা রয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্নভাবে পুলিশী হয়রানি তো রয়েছেই, ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরাও অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে। আমি হয়তো সরকারি দলের কর্মী না। কিন্তু স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে যেকোনো দলকে সমর্থন করার অধিকার আমার রয়েছে। কিন্তু সেটা তারা নেগেটিভভাবে নেয়।'' অন্যদিকে, দুবাইয়ে ভ্রমণের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও যেভাবে সহজে ভিসা পাওয়া যায়, ইউরোপ বা অ্যামেরিকার ক্ষেত্রে তা প্রায় অসম্ভব। আর সে সুযোগই নানাভাবে দালালেরা কাজে লাগান বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিবাসনের জন্য ব্রাজিলকে বেছে নেয়ার কারণ হিসেবে অভিবাসীরা জানিয়েছেন, দেশটিতে এরই মধ্যে অনেক বাংলাদেশি বসবাস করছেন। লিটন বলেন, ''ব্রাজিলে আমাদের সহজেই থাকতে দেয়। সেখানো ঢোকাটাও সহজ। আমাদের আশেপাশের অনেক মানুষই এভাবে ওখানে গিয়ে থাকছে।''

চীন সফরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নিউ ইয়র্ক ঃ বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতি নিয়ে দুই পরাশক্তির চলমান উত্তেজনা মাঝে কূটনৈতিক সফরে রোববার চীন পৌঁছেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর এটিই যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কোনো কূটনীতিকের চীন সফল। তাছাড়া ব্লিংকেনের এই সফরটি গত পাঁচ বছরে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চীন সফর। সফরে তাইওয়ান নিয়ে তৈরি হওয়া উত্তেজনার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাছাড়া দুই দেশের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে আলোচনা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন কূটনীতিকেরা। ব্লিংকেনের এই সফরটি গত ফেব্রুয়ারি মাসেই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেসময় যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে বেলুন উড়ার ঘটনায় সফর স্থগিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, সেগুলো চীনের পাঠানো গোয়েন্দা বেলুন। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বেইজিং। এমন প্রেক্ষিতে বিশ্ববাণিজ্য, অর্থনীতি এবং তাইওয়ান বিষয়ে চলমান উত্তেজনা এই সফরে প্রাধান্য পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চীনের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন বলেন, ''দুই পক্ষের সম্পর্ককে কীভাবে আরো দায়িত্বশীলতার সঙ্গে বজায় রাখা যায় সেই পথ খোঁজার চেষ্টা করবো। দুই দিনের সফরে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গাংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ব্লিংকেন।তাছাড়া চীনের প্রেসিডেন্ট জি শিনপিংয়ের সঙ্গেও ব্লিংকেনের বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দুই দেশের সম্পর্কের বিষয়ে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, ''শক্তিশালী অবস্থানে থেকে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার যে ভ্রান্তি যুক্তরাষ্ট্রকে তা ত্যাগ করতে হবে।'' তিনি বলেন, ''পারস্পরিক সম্মান এবং সমতার ভিত্তিতে এবং দুই দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজিক উন্নয়নের যে পার্থক্য সেসকল বিষয়কে সম্মান করে দুই দেশের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

রাজ্যের তথ্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে

আলিপুরদুয়ার ঃ রাজ্যের তথ্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে।উপস্থিত ছিলেন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, বিধায়ক অদিতি মুন্সী।এদিন জেলায় লোক প্রসার শিল্পীদের সাথে কথা বলেন তারা। এদিন আলিপুরদুয়ারে একটি স্টেডিয়াম,সুইমিং পুল সহ এলাকার খেলোয়াড় রা যাতে খেলার পূর্নাঙ্গ সুযোগ পায় সে ব্যাপারে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষন করেন উপস্থিত জেলার বিশিষ্ট জনেরা।এদিন ঘঃটা খানেক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।এমনকি অসুর সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছ থেকে গান ও শোনেন রাজ চক্রবর্তী। স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী বলেন,এটা আমার ভালো লেগেছে।অনেকের পারফোমেন্স দেখেছি।কি করলে ভালো হয়।সেটি আমরা দেখছি।রাজাভাতখাওয়া তে বিভিন্ন রকম পারফোমেন্স দেখেছি। ভালো লেগেছে।

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লা জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছেন, -তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি জিআরপিতে অভিযোগ দায়ের

আলিপুরদুয়ার ঃ জাতীয় পতাকার অবমাননা।আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ উঠল।আজ নিউ আলিপুরদুয়ার জি আর পিতে এ নিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন তৃনমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক।অবিলম্বে তাকে মন্ত্রী ও সাংসদ পদ থেকে বহিস্কারের দাবি জানিয়েছে তৃনমূল।তৃনমূলের অভিযোগ জাতীয় পতাকাকে পাখার কাজ করেছেন সাংসদ তথা মন্ত্রী। এটা জাতীয় পতাকার অবমাননা।তৃনমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মিরা আলিপুরদুয়ার থানায় কথা বলার পর রেলের নিউ আলিপুরদুয়ার জি আর পি তে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।কি করেছিলেন সাংসদ তথা মন্ত্রী জন বারলা? গত ২৯ মে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন গিয়েছিলেন মন্ত্রী তথা সাংসদ জন বারলা।ওদিন গুয়াহাটি থেকে বন্দে ভারত ট্রেন চালু হয়।

রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণার সুযোগ,আমেরিকায় যাচ্ছেন সুরঞ্জনা

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি শহরের দেবীনগর পাড়ার বাসিন্দা পেশায় চিকিৎসক সুখময় দাম। স্ত্রী সংযুক্তা সরকার দাম শিক্ষিকা। তাদের একমাত্র কন্যা সুরঞ্জনা দাম ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো। বর্তমানে সুরঞ্জনা কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের পড়ুয়া। সম্প্রতি সুরঞ্জনা আমেরিকায় গবেষণার জন্য ডাক পেয়েছে। আমেরিকার ওহিয়ো স্টেটের সিনসিনাটি ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার সুযোগ পেয়েছে সে। অর্গানিক কেমিস্ট্রির পরিবেশ বান্ধব অনুঘটকের ওপর আমেরিকায় গবেষণা করার জন্য আগামী আগস্ট মাসে আমেরিকায় উড়ে যাবে সুরঞ্জনা। এই গবেষণার জন্য পাঁচ বছর সেখানেই থাকতে হবে তাকে। এর জন্য সুরঞ্জনাকে প্রতিবছর ৫৪ হাজার ডলার স্কলারশিপ দেওয়া হবে। ভারতে যার মূল্য প্রায় ৪৫ লক্ষ্য টাকা।আমেরিকায় গবেষণার সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি সুরঞ্জনা। গবেষণা শেষে দেশে ফিরে নতুন পড়ুয়াদের গবেষণার কাজে শিক্ষাদান করতে চায় সে।এদিকে আমেরিকায় গবেষণার সুযোগ পাওয়ায় খুশি সুরঞ্জনার আত্মীয় স্বজনের পাশাপাশি ময়নাগুড়িবাসী।

ট্রেন স্টেশনে ক্রসবো হামলায় আহত ব্যক্তি

বার্লিন ঃ শনিবারে ক্রসবো অর্থাৎ বিশেষ ধরনের তিরধনুক হামলায় জার্মানিতে এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হামলার পিছনে অতি ডানপন্থি কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে অনুমান কর্তৃপক্ষের। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে তারা। শনিবার উত্তর জার্মানিতে ২২ বছর বয়সি এই ব্যক্তির উপর ক্রসবো হামলা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। হানোফার থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) দূরে লোয়ার স্যাক্সনির পেইনে ট্রেন স্টেশনের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, ২৯ বছর বয়সি সন্দেহভাজনের কাছে একটি বড় ছুরিও ছিলো। অফিসাররা সন্দেহভাজন অভিযুক্তকে পাকড়াও করেছেন। তাদের অনুমান, ওই ব্যক্তি ছুরি দিয়েও আঘাত করতে চেয়েছিলেন। এক পুলিশ মুখপাত্র জানান, আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পেরেছি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি মানসিকভাবে অসুস্থ। কিন্তু তার পোশাক এবং সামগ্রিক চেহারার কারণে, পুলিশ খতিয়ে দেখছে যে তার কোনো অতি ডানপন্থি উদ্দেশ্য ছিল কি না। পুলিশ মনে করছে, তার এমন কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে। লোয়ার স্যাক্সনির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দানিয়েলা বেহরেন্স এক বিবৃতিতে বলেন, সব দিক থেকে তদন্ত করার এবং এই কাপুরুষোচিত কাজের প্রেক্ষাপট স্পষ্ট করার সময় এসেছে। পুলিশের মতে, ওই ব্যক্তিকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তবে তার প্রাণহানির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেসার টুইটারে বলেন, আহত ব্যক্তির দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। এটা ভালো যে অভিযুক্ত এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে গেল।

সম্পাদকীয়

ভারত আর যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে নেপালকে সতর্ক করল চীন

গত দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এতটা দ্রুততায় গভীর ও জোরালো হয়েছে, যা আগে কখনোই হয়নি। এর ধারাবাহিকতায় নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অষ্টমবারের মতো এবং জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্র সফর করতে যাচ্ছেন। দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় ঘনিষ্ঠতায় ভারতের যেমন লাভ আছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের এতে ন্যূনতম স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ আছে। জনসংখ্যার দিক থেকে মাত্রই চীনকে ছাড়িয়ে যাওয়া ভারতের অর্থনীতি এখনো যদিও তুলনামূলকভাবে ছোট, তবে তার আকারও অধিকতর দ্রুততায় বাড়ছে। এখন ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকা অর্থনীতির দেশ। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিক থেকে ভারত ইতিমধ্যেই যুক্তরাজ্যকে ছাড়িয়ে গেছে এবং জার্মানিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে রয়েছে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রসহ অন্যান্য সরঞ্জাম ও পণ্য রপ্তানির বৃহৎ বাজার হয়ে উঠছে ভারত। তবে এটি দুই দেশের বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধার শুরু মাত্র। ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই যুগে চীনের (এবং চীনের ক্রমবর্ধমানভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা রাশিয়ার)

ক্রমবর্ধমান প্রভাবপ্রতিপত্তিকে প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্র তার অংশীদারদের সহযোগিতা কামনা করছে। ভারত পশ্চিমে তার সহযোগী গণতন্ত্রগুলোর জন্য একটি সুস্পষ্ট অংশীদার, যদিও ভারতীয়প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভবিষ্যৎ প্রকৃতি নির্ধারণে এবং অবশ্যই আরও ব্যাপক অর্থে বললে বলা যায়, বিশ্বব্যবস্থা নির্ধারণে ভারত একটি 'দোদুল্যমান রাষ্ট্র' হিসেবে কাজ করছে। রাশিয়াচীনের উদীয়মান জোটের দিকে ভারতের ঝুঁকে যাওয়াটা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ভারত বিশ্বাস করে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই ভারতের নিরাপত্তা স্বার্থকে বিঘ্নিত করছে না। যে পাকিস্তানে গণগ্রেপ্তার, গুম ও নির্যাতন নিত্যদিনের ঘটনা, সেই পাকিস্তানকে আঁকড়ে ধরে রেখে মিয়ানমার ও ইরানের ওপর অবরোধ জারি রাখার মার্কিন নীতিও ভারতকে অস্বস্তিতে রেখেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে ইসলামপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ক্ষমতাসীন ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র এই বলে হুমকি দিয়েছে যে দেশটির আসন্ন নির্বাচনে সরকার কোনো অনিয়ম করলে সরকারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। তথাকথিত বন্ধুত্ব গড়ার মাধ্যমে সরবরাহ শৃঙ্খলে স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোয় আমেরিকার বর্তমান আগ্রহের কথা বিবেচনা করুন। মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের এমন একটি 'আস্থাশীল বাণিজ্যিক অংশীদার' যাকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 'অর্থনৈতিক একীকরণকে সক্রিয়ভাবে গভীরতর করছে', কারণ যুক্তরাষ্ট্র তার সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য ভূরাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করে এমন দেশগুলো থেকে বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ভারতীয়প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভারতকে যুক্ত রাখাটাও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অনস্বীকার্য। ভারতের সঙ্গে চীনের সামরিক দ্বন্দ্ব ৩৮তম মাসে গড়িয়েছে। ভারত পিছু তো হটেইনি, উল্টো চীনের সম্প্রসারণবাদের প্রতি খোলামেলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে, যা চীনের জন্য তাইওয়ানে হামলা করা অনেক কঠিন করে তুলেছে। বাইডেন চীন ও ভারতের এই দ্বন্দ্ব নিয়ে কখনো কথা বলেননি বটে, তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। চলতি মাসে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের দিল্লি সফর অন্তত সে কথাই বলছে। ইতিমধ্যেই ভারত বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বেশিসংখ্যক সামরিক মহড়ায় অংশ নিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের সঙ্গে যে চারটি 'ভিত্তিসূচক' চুক্তি মেইনটেইন করে তার সবগুলোতেই ভারত ২০২০ সালের মধ্যে সই করেছে। এর মানে হলো, এই দুই দেশ অন্য বিষয়ের পাশাপাশি সামরিক স্থাপনা এবং বিমান ও স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া তথ্যউপাত্ত পরস্পর বিনিময় করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারত ইতিমধ্যে কোয়াডএ যোগ দিয়েছে, যা গ্রুপটিকে তার প্রয়োজনীয় শক্তি জুগিয়েছে। ভারতের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলীয় ঐকমত্য অর্জন একটি বিরল ঘটনা।

কীভাবে ফাঁদ পেতে ধরা হয়েছিল রুশ 'ডাবল এজেন্ট' গুপ্তচর রবার্ট হ্যানসেনকে

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের ইতিহাসে সব ক্ষতিকারক স্পাইদের অন্যতম রবার্ট হ্যানসেন। সাবেক এই মার্কিন এজেন্টের মৃত্যু হয়েছে কারাগারে বন্দী অবস্থায়। তিনি প্রায় ২০ বছর ধরে অতিগোপনীয় মার্কিন তথ্য মস্কোর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এগুলো ছিল এমন ধরনের বিশ্বাসভঙ্গ যা এফবিআইয়ের মতে লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত

কায়লা এপস্টাইন
প্রাবন্ধিক

৩০০ এজেন্ট মিলে এক অভিযান চালিয়ে তাকে ধরতে সক্ষম হয়। ওই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এমন দুজন এজেন্ট বর্ণনা করেছেন - কীভাবে তাকে ধরা হয়েছিল।

সেটা ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। এফবিআই এজেন্ট রিচার্ড গার্সিয়ার সাথে দেখা করতে এলেন তারই একজন সহকর্মী। তার কাজ রাশিয়া ডেস্কের কাজের তত্ত্বাবধান করা। গার্সিয়ার সাথে তার এই কথা বলতে আসাটা ঠিক যেন স্বাভাবিক ছিল না।

সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি রবার্ট হ্যানসেন নামে কাউকে চেনো? বলছিলেন মি. গার্সিয়া - আমি বললাম, না তো। ভালো - কর্মকর্তাটি বললেন, তবে এখন থেকে তুমি ঠিকই চিনবে।

কয়েকমাস পরে অবশ্য এই হ্যানসেন কে - তা পুরো দেশেরই চেনা হয়ে যায় । এবং এর পেছনে মি. গার্সিয়ার গোপন কর্মকান্ডেরও কিছুটা ভূমিকা আছে।

হ্যানসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এ ঘটনা গোয়েন্দা ও গুপ্তচর সমাজের ভেতর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

হ্যানসেন কীভাবে এফবিআইয়ের লোক হয়েও কীভাবে মস্কোর কাছে গোপন তথ্য পাচার করছিল - তার সেই ডাবল এজেন্টের জীবনের বিবরণ পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় ফলাও করে বেরুচ্ছিল।

এরও দু'দশক পরের কথা । গত ৫ই মে কলোরাডোর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমৃদ্ধ কারাগারের কর্তৃপক্ষ জানালেন, রিচার্ড হ্যানসেনকে তার কারাকক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। যাবজ্জীবন কারাভোগরত হ্যানসেনের বয়স হয়েছিল ৭৯ এবং তার স্বাভাবিক কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মি. গার্সিয়ার বয়স এখন ৭০। এফবিআই থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি।

হ্যানসেনের মৃত্যুর খবর শুনে তিনি বললেন, আপদ বিদায় হয়েছে।

মারাত্মক সব বিশ্বাসঘাতকতা

হ্যানসেন কলেজে রুশ ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। পরে ১৯৭৬ সালে তিনি এফবিআইয়ের জন্য কাজ করতে শুরু করেন। এক দশকের মধ্যেই তিনি ব্যুরোকে ডাবল ক্রস অর্থাৎ প্রতারণা করতে শুরু করেন।

তিনি এ কাজ শুরু করেন ১৯৮৫ সালে। মার্কিন সরকারের ভেতরে থেকে তিনি এক ধ্বংসাত্মক গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরে রাশিয়ার কাছে অতিগোপনীয় সব দলিলপত্র বিক্রি করতেন, এবং গোপনে কর্মরত মার্কিন গুপ্তচরদের পরিচয় প্রকাশ করে দিতেন।

তার অপরাধের বিবরণ ফুটে উঠেছে ১০০ পৃষ্ঠার এক এফিডেভিটে। হ্যানসেনের কর্মকান্ডের ফলে তিনজন মার্কিন সূত্রের জেল হয়েছে এবং অন্য দুজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে।

হ্যানসেন যেসব অতিগোপনীয় দলিলপত্র প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তার মধ্যে আছে মার্কিন পারমাণবিক কর্মসূচির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য সোভিয়েত প্রচেষ্টাসমূহের একটি গোয়েন্দা মূল্যায়ন। হ্যানসেন তথ্য দিয়েছিলেন কেজিবিকে এবং সোভিয়েতযুগের পরে রুশ গুপ্তচর সংস্থা এসভিআরকে।

এসব প্রতারণার বিনিময়ে রুশরা হ্যানসেনকে ১৪ লাখ ডলার দিয়েছিল। এর মধ্যে ৬০০,০০০ ডলার দিয়েছিল নগদ এবং হীরার আকারে। আর ৮০০,০০০ ডলার গিয়েছিল একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।

হ্যানসেনের তৎপরতার কথা যে এত কাল ধরে কেউ টের পায়নি তার কারণ হলো, তিনি পুরোনো যুগের গুপ্তচরবৃত্তির পন্থা অবলম্বন করতেন।

তিনি নির্ভর করতেন 'ডেড ড্রপ' নামে একটি পদ্ধতির ওপর। এর মানে হলো তার চুরি করা দলিলপত্রগুলো তিনি বিভিন্ন জায়গায় ফেলে রেখে যেতেন, যা পরে তার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারীরা কুড়িয়ে নিতেন।

তিনি এ জন্য বেছে নিতেন ওয়াশিংটনের পাশে ভার্জিনিয়া রাজ্যের অতি সাধারণ সব পাড়ামহল্লাকে।

মস্কোতে যারা তার হ্যান্ডলার বা যোগাযোগ রক্ষাকারী ছিল - তারাও তার পরিচয় জানতো না। তাদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন 'রামোন গার্সিয়া' নামে।

বার্লিন প্রাচীরের পতনের পরও, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পরও তার কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল।

এমনকি তিনি গ্রেফতার হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও রাশিয়ার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলেন।

শেষ পর্যন্ত কিছু গোপন তথ্য হাতে পাবার ফলে

এফবিআই এবং মার্কিন গুপ্তচর সংস্থাগুলো হ্যানসেনকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়।

মার্কিন গুপ্তচর সংস্থার কর্মকর্তারা ১৯৯০এর দশক থেকেই সন্দেহ করছিলেন যে তাদের ভেতরেই কোন একজন সোভিয়েত চর আছে। কিন্তু হ্যানসনকে চিহ্নিত করতে তাদের কয়েক বছর লেগেছিল।

অবশেষে রাশিয়ার ভেতর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কাজ করছিলেন এমন একজন লোক একটি রুশ ডোসিয়ে হস্তগত করেন - যার বিষয় ছিল ভার্জিনিয়াতে থাকা সেই এজেন্টের বিবরণ।

এর ভেতরে মার্কিন কর্মকর্তারা একটি ফোন কলের রেকর্ডিং পান - যে কলটি হ্যানসেন করেছিলেন তার হ্যান্ডলারদেরকে। এর সাথে আরো ছিল কিছু আবর্জন ফেলার ব্যাগ যা দলিলপত্র ফেলে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল - এবং তাতে পাওয়া যায় কিছু আঙুলের ছাপও ।

২০০০ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যেই তারা হ্যানসেনের সন্ধান পেয়ে যান। তবে তখন তাদের কাজ হলো হ্যানসেন যে রুশদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছেন তার প্রমাণ সংগ্রহ করা। এফবিআই তখন হ্যানসেনের ওপর নজরদারি করার একটি পরিকল্পনা তৈরি করে। প্রথমে তাকে তার কর্মস্থল পররাষ্ট্র দফতরের বাইরে বদলি করা হয়। তার জন্য এফবিআইতেই একটি পদ সৃষ্টি করা হয় এমনভাবে - যাতে তার কর্মকাণ্ডের ওপর এজেন্টরা নজরদারি করতে পারে।

আমরা যা চেয়েছিলাম তা হলো, তাকে অভিযুক্ত করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা। আর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল তাকে হাতেনাতে ধরা - বলেন ডেবরা ইভান্স স্মিথ কাউন্টার ইনটেলিজেন্স বিভাগের সাবেক ডেপুটি সহকারী পরিচালক। তিনি এ কথা বলেন ওই মামলার জন্য এফবিআইয়ের তৈরি করা একটি সংক্ষিপ্তসারে।

এখানেই মঞ্চে প্রবেশ ঘটে রিচার্ড গার্সিয়ার - যার কথা এ রিপোর্টের শুরুতে বলা হয়েছে।

এফবিআইয়ের রাশিয়া ডেস্কের সেকশন প্রধান ২০০০ সালের ৮ই ডিসেম্বর মি. গার্সিয়াকে জানালেন তাকে কী করতে হবে।

গার্সিয়া তখন একজন অভিজ্ঞ ছদ্মবেশী কর্মী। তার দায়িত্ব ছিল হ্যানসেনের 'বস' হওয়া এবং অত্যন্ত আমলাতান্ত্রিক আচরণ করা।

বলতে পারেন, সে আমাকে ঘৃণা করতো - স্মৃতিচারণ করছিলেন মি গার্সিয়া, আমার কাজ ছিল তার কাজে নানারকম বাধা সৃষ্টি করা, আবার খেয়াল রাখা যাতে খুব বেশি বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়।

খুব অল্প কয়েকজন এফবিআই কর্মীই জানতেন যে তাদের মাঝখানে একজন স্পাই আছে।

গুরুত্বপূর্ণ একটি 'পাম পাইলট'

হ্যানসেনের প্রশাসনিক সহকারী হিসেবে মি. গার্সিয়া নিয়োগ করলেন এরিক ও'নিলকে - যিনি ছিলেন ২৬ বছর বয়স্ক আরেকজন ছদ্মবেশী এফবিআই অপারেটিভ যার হ্যাকিং সম্পর্কে জানাশোনা আছে।

এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলোর একটি। বেশ অল্প বয়েসেই একটি ছদ্মবেশী ভূমিকায় কাজ করা এবং মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষতিকর স্পাইয়ের মোকাবিলা করা - বিবিসিকে বলছিলেন মি. ও'নিল।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে দুজন ভালোভাবে পরস্পরের পরিচিত হয়ে উঠলেন। যদিও তাদের একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে গোপনে তদন্ত করছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এমনই আলাপ হয়ে গেল যে হ্যানসেনের পরিবারকে একদিন চার্চেও নিয়ে গেলেন ও'নিল।

মি. ও'নিলের ভাষায়, হ্যানসেন ছিলেন প্রচণ্ড দাম্ভিক এবং আত্মপ্রেমে মশগুল। তিনি একজন গুরু হতে চাইতেন, তিনি তার সমস্ত জ্ঞান আরেকজনকে দিয়ে যেতে চাইতেন।

হ্যানসেনকে একজন বন্দুক পাগল বলে বর্ণনা করেছিলেন মি. গার্সিয়া। তদন্ত চলাকালীন সময়ে তিনি মাঝে মাঝে একটি শুটিং রেঞ্জে নিয়ে যেতেন, আর সেই সময় অন্য এজেন্টরা তল্লাশি চালাতেন। তার একটি গাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল এবং এজেন্টরা তাতে অতিগোপনীয় দলিলপত্র পেয়েছিলেন।

একদিন মি. গার্সিয়া হ্যানসেনকে অফিস থেকে বের করে একটি শুটিং রেঞ্জে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর মি. ও'নিল তখন দ্রুতগতি হ্যানসেনের 'পাম পাইলট' ফোন থেকে বিভিন্ন কনটেন্ট কপি করে রাখছিলেন।

পাম পাইলট হচ্ছে সে সময়কার একধরনের মোবাইল ফোন যা ব্ল্যাকবেরি ও স্মার্টফোনের পূর্বসূরি।

মি. ও'নিল বলছিলেন, মি হ্যানসেন ফিরে আসার ঠিক আগেই তিনি ফোনটি আবার যথাস্থানে রেখে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এটা যে শুধু হলিউড সিনেমার গল্পের মত শোনাচ্ছে তা নয়। আসলেই ও'নিলের গল্প নিয়ে হলিউডে থ্রিলার ছবি হয়েছিল ২০০৭ সালে যাতে অভিনয় করেছিলেন রায়ান ফিলিপ, ক্রিস কুপার এবং লরা লিনি।

গ্রেফতার এবং বিচার

এফবিআই বলছে, ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ এই মামলায় ৩০০ জন এজেন্ট কাজ করছিল।

তারা অপেক্ষা করছিল কবে মি. হ্যানসেন আরেকটি 'ডেড ড্রপ' করেন অর্থাৎ কোন এক পূর্বনির্ধারিত জায়গায় দলিলপত্র ফেলে রেখে আসেন - যাতে সেখান থেকে অন্য কেউ তা কুড়িয়ে নিতে পারে।

শেষ পর্যন্ত তিনি তা করেছিলেন। তিনি যে একটি ডেড ড্রপ করতে যাচ্ছেন তার দিনক্ষণ এফবিআই জানতে পেরেছিল।

তারা দেখেছিল যে তিনি প্রায়ই ভার্জিনিয়ার ফক্সস্টোন পার্কে যান। ২০০১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি মাসে হ্যানসেন সেই পার্কে গেলেন এবং ক্লাসিফায়েড দলিলপত্রভর্তি একটি প্লাস্টিক ব্যাগ ফেলে রেখে তার গাড়ির কাছে ফিরে আসার সময় ওঁৎ পেতে থাকা এফবিআই এজেন্টরা তাকে গ্রেফতার করে।

হ্যানসেন সে সময় এজেন্টদের বলেছিলেন - তোমাদের এতদিন লাগলো কেন?

তার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়।

তিনি জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলেছিলেন যে এফবিআইয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অতি নিম্নমানের। তবে তিনি মৃত্যুদণ্ড এড়ানোর জন্য তাদের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন।

হ্যানসেন ১৫টি অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন এবং তাকে কোন প্যারোলের সুযোগ ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।

হ্যানসেন ভার্জিনিয়ার উপকণ্ঠে চার বেডরুমের একটি বাড়িতে থাকতেন তার স্ত্রী এবং ছয় ছেলেমেয়েকে নিয়ে।

তার গ্রেফতার হবার খবরে তার বন্ধু ও প্রতিবেশীরা বিস্মিত হয়েছিলেন। তারা তাকে বর্ণনা করেন একজন শান্ত ও বিনীত লোক হিসেবে।

প্রতি রোববার হ্যানসেন তার স্ত্রী ও ১০ বছরের ছেলেকে নিয়ে গির্জায় প্রার্থনা করতে যেতেন। তিনি ছিলেন একজন কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ পিতা এবং সন্তানরা কতক্ষণ টিভি দেখতে পারবে তার সময় বেঁধে দিয়েছিলেন ।

কিন্তু এর আড়ালে তার এক ধরনের যৌন বিকার ছিল। হ্যানসেন গোপনে তার স্ত্রীর পর্নোগ্রাফিক ভিডিও তুলেছিলেন এবং তা তার এক বন্ধুকে দেখিয়েছিলেন।

সিবিএস নিউজ জানিয়েছিল যে তিনি একটি স্ট্রিপ বা নগ্ন হতে হয় এমন ক্লাবে যেতেন এবং সেখানে আসা অন্য লোকদের ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করতেন।

তা ছাড়া অনলাইনে তিনি রগরগে বর্ণনাসম্বলিত যৌন গল্প পোস্ট করতেন - যার বিষয় ছিলেন তিনি নিজে ও তার স্ত্রী। স্ত্রীর নগ্ন ছবিও শেয়ার করতেন তিনি।

তার এফিডেভিটে হ্যানসেন বলেছিলেন, তার অনুপ্রেরণা ছিলেন কিম ফিলবি নামে একজন ব্রিটিশ স্পাই।

ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা এমআই সিক্সের কর্মকর্তা কিম ফিলবিও ছিলেন একজন ডাবল এজেন্ট - যিনি সোভিয়েত কেজিবিকে গোপন তথ্য পাচার করতেন।

এফবিআইয়ের পরিচালক লুইস ফ্রি বলেছিলেন, হ্যানসেন যা করেছে তাকে বলা যায় আইনের শাসনে চলে এমন কোন দেশের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ। এ ঘটনার পর রুশমার্কিন সম্পর্কের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়ে। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ অসংখ্য রুশ কূটনীতিককে সেদেশ থেকে বহিষ্কার করেন।

হ্যানসেনকে পাঠানো হয় কলোরাডোর ফ্লোরেন্স কারাগারে। ২০২৩ সালের জুন মাসে তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত হ্যানসেন সেখানেই ছিলেন।

এই ঐতিহাসিক মামলা এর সাথে জড়িতদের জীবনও বদলে দিয়েছে।

মি. ও'নিল এ ঘটনা নিয়ে 'গ্রে ডে' নামে একটি বই লিখেছেন। বইটির জন্য তিনি হ্যানসেনের সাক্ষাৎকার নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সফল হননি।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম - তুমি কেন এ কাজ করেছিলে? বলেন ও'নিল। তার নিজের ধারণা হ্যানসেন যে নিজের দেশের সাথে বেইমানি করেছিলেন তার কারণ তার ইগো।

সে নিজেকে ঈশ্বর মনে করতো, ভাবতো যে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করবে।

ও'নিল মনে করেন, হ্যানসেন যুক্তরাষ্ট্রের যে ক্ষতি করেছে এবং তার দেয়া তথ্যের কারণে যাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, তাতে বলা যায় সে ছিল মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক গুপ্তচর।

যেভাবে এসব ঘটনা ঘটেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর - বলেন তিনি।

সাময়িকী

উগান্ডার একটি স্কুলে বিদ্রোহীদের হামলায় ৪০ জন নিহত

উগান্ডার পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি স্কুলে ইসলামিক স্টেটের সাথে সম্পর্কিত বিদ্রোহীদের হামলায় ৪০ জনের মতো নিহত হয়েছে যাদের বেশিরভাগই শিক্ষার্থী। এমপন্ডে এলাকার লুবিরিহা মাধ্যমিক স্কুলে চালানো এই হামলায় আরো আটজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হামলার কয়েক ঘণ্টা পরেও বেশ কিছু শিশু এখনও নিখোঁজ। নিহত ছাত্রদের সবাই স্কুলের ছাত্রাবাসে থাকতো বলে জানা গেছে।

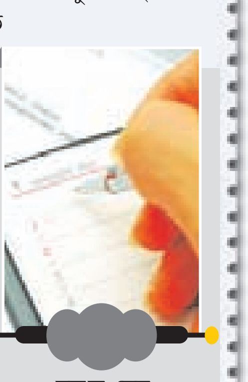

মুকুল সেন
কলামিস্ট

গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ডিআরসি ভিত্তিক উগান্ডান একটি গ্রুপ অ্যালায়েড ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেস বা এডিএফকে শুক্রবারে চালানো এই হামলার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। উগান্ডার পুলিশ বাহিনীর একজন মুখপাত্র ফ্রেড এনানগা বলেছেন নিহতদের মৃতদেহ বিভেরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে পশ্চিম উগান্ডার কাসেসে এলাকায় এই আক্রমণ চালানো হয়। এই স্কুলে ৬০ জনের মতো শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে যাদের বেশিরভাগই সেখানে থাকে। এডিএফ বিদ্রোহীরা একটি ছাত্রাবাস পুড়িয়ে দিয়েছে এবং খাবার দাবার রাখার একটি গুদামঘর লুট করেছে বলে পুলিশের ওই মুখপাত্র জানিয়েছেন। হামলাকারীরা ছাত্রাবাসের ম্যাট্রেসে আগুন ধরিয়ে দেয়। একই সময়ে তারা বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

উগান্ডার সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা মেজর জেনারেল ডিক ওলুম সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন কোনো কোনো শিক্ষার্থী আগুনে পুড়ে মারা গেছে, কয়েকজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন কয়েকজনের মৃতদেহ এতোটাই পুড়ে গেছে যে তাদের পরিচয় শনাক্ত করা কঠিন হয়ে গেছে। এজন্য ডিএনএ টেস্ট করতে হবে। তিনি বলেছেন স্কুল থেকে যাদের অপহরণ করা হয়েছে তাদের বেশিরভাগই ছাত্রী। ওই এলাকার কয়েকজন অধিবাসীও এই হামলায় নিহত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উগান্ডার সৈন্যরা এডিএফ বিদ্রোহীদের তাড়া করলে তারা গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্কের দিকে চলে যায়। ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক আফ্রিকার সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহত্তম ন্যাশনাল পার্ক যেখানে বহু বিরল প্রজাতির প্রাণী বাস করে। এডিএফসহ অন্যান্য মিলিশিয়ারা বিস্তৃত এই অঞ্চলটিকে তাদের গোপন আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করে। বিদ্রোহীদের গ্রুপটিকে ধ্বংস করা এবং অপহৃত শিক্ষার্থীদের উদ্ধারের জন্য আমাদের বাহিনী শত্রুদের তাড়া করছে, টুইটারে বলেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র ফেলিক্স কুলাইগে। বিদ্রোহী গ্রুপটিকে পাকড়াও করতে উগান্ডার সেনাবাহিনী বিমান সহযোগে অভিযান পরিচালনা করছে। এডিএফ বাহিনীর আক্রমণ ঠেকাতে এর আগে উগান্ডা ও ডিআরসি যৌথভাবে কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে সামরিক অভিযান চালিয়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনীগুলো ধারণা করছে শুক্রবার রাতে স্কুলে আক্রমণ পরিচালনার অন্তত দুদিন আগে থেকে হামলাকারীরা ডিআরসির সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নিয়েছিল। গত সপ্তাহেই উগান্ডার সীমান্তের কাছে ডিআরসির একটি গ্রামে হামলা চালানো হয় যার জের ধরে সেখান থেকে শতাধিক গ্রামবাসী উগান্ডাতে পালিয়ে যায়। এই হামলার জন্যেও এডিএফ বিদ্রোহীদের দায়ী করা হচ্ছে। সবশেষ যে স্কুলটিতে হামলা চালানো হলো সেটি ডিআরসির সীমান্তের দুই কিলোমিটারের মধ্যে। গত ২৫ বছরে এই প্রথম উগান্ডার একটি স্কুলে এধরনের আক্রমণ চালানো হলো। এর আগে ১৯৯৮ সালের জুন মাসে ডিআরসি সীমান্তের কাছে এডিএফ বিদ্রোহীরা একটি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের ছাত্রাবাসে হামলা করলে ৮০ জন শিক্ষার্থী আগুনে পুড়ে নিহত হয়। ওই ঘটনায় শতাধিক শিক্ষার্থীকে অপহরণ করা হয়েছিল। এডিএফ গ্রুপটি ১৯৯০-এর দশকে পূর্ব উগান্ডায় গঠিত হয় যারা দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ইওভেরি মুসেভেনির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ওপর নিপীড়ন চালানোর অভিযোগ আনা হয়। উগান্ডার সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ার পর এই গ্রুপটি ২০০১ সালে ডিআরসির নর্থ কিভু প্রদেশে চলে যায়।

জানা অজানা

প্রচন্ড গরমের মধ্যেও বাংলা শেখানোর ক্লাশ চলছে পোটকা সহ বিভিন্ন জায়গায়

সুনীল কুমার দে

বিগত দু মাস থেকে প্রচন্ড গরমের বাংলা ও বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাশ চলছে পোটকার বিভিন্ন গ্রামে ও জামশেদুরে ও ঘাটশিলায়।আগে থেকেই ঘাটশিলায় চলছিলো।এই বছর প্রথমে মাতাজী আশ্রম হাতায়, তারপর মাটিগাড়ায়, তারপর কালিকাপুরে, তারপর খয়ের পালে তারপর ভূমরিতে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে বাংলা শেখানোর কাজ নিশুলক ভাবে শুরু করা হয়েছে ও নিয়মিত ক্লাশ চলছে।প্রচন্ড গরমে ক্লাশ করতে অসুবিধে হলেও উৎসাহ, সংকল্প, সাহস ও উদ্যম প্রেরণা যোগাচ্ছে সবাই কে। এই মহান কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দের ধন্যবাদ জানাই সবাই কে। জামশেদপুরের গোবিন্দপুর, আদিত্যপুর ও গামারিহা তেও বাংলা শেখানোর ক্লাশ শুরু হয়েছে।ঘাটশিলা তে গৌরি কুঞ্জে আগে থেকেই অপুর পাঠশালা চলছে।এই ভাবে প্রয়াস ও ইচ্ছে থাকলে বাংলা ভাষা নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।হা হুতাশ করে ও মাথায় হাত দিয়ে কোনো লাভ নেই, কাজ শুরু করতে হবে।তাই ঝাড়খন্ডের জায়গায় জায়গায় সবাই শুরু করুন বাংলা পড়াতে।নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি কে রক্ষা করার জন্য পথে নামুন সবাই।

পাঠকের চিঠি

মৌমাছি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে পরাগ মিলন কে ঘটাবে

সারা বিশ্ব জুড়ে উষ্ণায়ন শুরু হয়ে গিয়েছে। এর একমাত্র কারণ মানুষ ক্রমাগত প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছে। প্রকৃতির উপর আঘাত হানলে প্রকৃতি যে প্রতিশোধ নেবে এটাই স্বাভাবিক। আর সেটাই এখন শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বে বড় বড় পর্বতগুলো থেকে বরফ গলতে শুরু করেছে সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে। আগামী দিনের সমুদ্দুর তীরবর্তী যে সমস্ত শহরগুলি আছে সেগুলি জলের তলায় চলে যাবে এটাই স্বাভাবিক। এর থেকে একমাত্র বাঁচার উপায় ব্যাপক হারে গাছ লাগানো। গাছ কাটার ফলে বিভিন্ন প্রজাতির কীটপতঙ্গ আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মৌমাছি মৌমাছি না থাকিলে মানব সভ্যতা বাঁচবে না। মৌমাছি ফুলের পরাগ মিলন ঘটায় যার ফলে ফল, শস্য ও ফসলের সৃষ্টি হয় যদি পৃথিবী থেকে মৌমাছি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে পরাগ মিলন কে ঘটাবে। পৃথিবীতে আর নতুন করে কোন রকম শস্য উৎপাদন হবে না। এর ফলে মানব সভ্যতার উপর নেমে আসবে বিরাট ধ্বংস। সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা দেবে খাদ্যা অভাব খাদ্য অভাবে সৃষ্টি হবে দুর্ভিক্ষ খাদ্য অভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে তাই সময় থেকেই সচেতন হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি মানুষ গাছ লাগালে আগামী দিনে পৃথিবীকে রক্ষা করা যায়।

জগন্নাথ দত্ত, সিউড়ি, রবীন্দ্রপল্লী, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের শহিদ দিবস পালিত হল

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই ইনস্টিটিউট লুপুংডিহতে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের শাহাদাত দিবস উদযাপিত হল। এ উপলক্ষে সকল কর্মচারীরা তার ছবিতে শ্রদ্ধা জানান। এই অনুষ্ঠানে, ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জটা শঙ্কর পান্ডে বলেন যে ঝাঁসি ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল যেখানে সহিংসতা শুরু হয়েছিল। রানী লক্ষ্মীবাই ঝাঁসির প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে শুরু করেন এবং একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন শুরু করেন। এই সেনাবাহিনীতে নারীদের নিযগে করা হয় এবং তাদের যুদ্ধ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষও এই সংগ্রামে সহযোগিতা করেছে। ঝালকারি বাই, যিনি লক্ষ্মী বাই-এর মতন ছিলেন, তাঁকে তাঁর সেনাবাহিনীতে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছিল।১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ওরছা ও দাতিয়ার রাজারা ঝাঁসি আক্রমণ করেন। রানী সফলভাবে তা ব্যর্থ করে দেয়। ১৮৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ঝাঁসির দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং মার্চ মাসে শহরটি ঘিরে ফেলে। দুই সপ্তাহের যুদ্ধের পর ব্রিটিশ

সেনাবাহিনী শহরটি দখল করে নেয়। কিন্তু রানী দামোদর রাও সহ ব্রিটিশদের হাত থেকে পালাতে সক্ষম হন। রানী ঝাঁসি থেকে পালিয়ে কাল্পিতে পৌঁছে তাঁতিয়া তোপের সঙ্গে দেখা করেন। গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সৈন্যদের সহায়তায় তাঁতিয়া তোপে ও রানীর সম্মিলিত বাহিনী গোয়ালিয়রের একটি দুর্গ দখল করে। দ্বিতীয় আলী বাহাদুরও রানী লক্ষ্মীবাঈকে সমর্থন করেছিলেন এবং রানী লক্ষ্মীবাঈ তাকে রাখি পাঠিয়েছিলেন, তাই তিনিও তার সাথে এই যুদ্ধে যোগ দেন। ১৮৫৮ সালের ১৮ জুন, রানি লক্ষ্মী বাই গোয়ালিয়রের কাছে কোটা সরাইতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই করার সময় মারা যান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট নিখিল কুমার, বিমল ওঝা, হরি নারায়ণ সাহু, শান্তি রাম মাহাতো, পবন কুমার মাহাতো, অজয় মণ্ডল, শঙ্কর দাস, দেব কৃষ্ণ মাহাতো, কৃষ্ণ মাহাতো, গৌরব মাহাতো প্রমুখ।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বে গড়ে তোলা মিত্র জোটকে ক্রিকেট দলের সঙ্গে তুলনা সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলের

ভূপেন বরার কাছে তিনটি আসনও নেই

গুয়াহাটি(সব্যসাচী শর্মা) ঃ প্রায় এক মাস অসমের বাইরে ছিলেন এআইইউডিএফ এর সভাপতি সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল। তবে রাজ্যে ফিরে এসেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বোমা ফাটালেন তিনি। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বে গড়ে তোলা মিত্র জোটকে ক্রিকেট দলের সঙ্গে তুলনা করে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল বলেন সভাপতি ভূপেন বরার কাছে তিনটি আসনও নেই। ফলে তিনি বরার মতো 'ফালতু' মানুষের বিষয় কথা বলবেন না বলে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। উল্লেখ্য প্রায় এক মাস পরে অসমে ফিরে আসার পর মহানগরের লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে কংগ্রেস এবং সভাপতি ভূপেন বরা সংক্রান্তে মন্তব্য করেতে প্রথম অবস্থায় রাজি হননি সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন যারা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গোলামী করছেন তাদের নিয়ে তাদের কিছু বলার নেই। এমনকি বিরোধী একত্রিত করার ক্ষেত্রেও নো কমেন্ট বললেন তিনি। তবে পরে অবশেষে কংগ্রেস এবং ভূপেন বরা নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন আজমল।

এআইইউডিএফ সভাপতি বলেন তিনি একমাস পর রাজ্যে ফিরে এসেছেন। এবার দলের বিভিন্ন সদস্য এবং কমিটি গুলোর সঙ্গে আলোচনা করবেন। এরপর দলের পরবর্তী রণকৌশল নির্ধারণ করা হবে। তবে সময় মত সংবাদ মাধ্যমকে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে হলো উল্লেখ করেন বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন এআইইউডিএফ এর মূল লক্ষ্য বিজেপির বিরোধিতা করা। এক্ষেত্রে এআইইউডিএফ নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবে। তবে শেষে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরাকে শুভেচ্ছা জানাতে ভুললেন না সংসদ বদরুদ্দিন আজমল।

কুকি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগ এনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপের দাবি অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস কমিটির

ডিজিপি জিপি সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকপত্র প্রদান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এরই মধ্যে কুকি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তার কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের তোয়াক্কা না করে এক্ষেত্রে সরব হয়ে উঠেছে অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস কমিটি। এবার কুকি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগ এনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেসের এই মহিলা সংগঠন। তাছাড়া এক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ডিজিপি জিপি সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকপত্র প্রদান করেছে মহিলা কংগ্রেস কমিটি।

মণিপুরে অব্যাহত থাকা অশান্তকর পরিবেশের ছায়া রাজনৈতিক ভাবে অসমে পড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। কুকি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গোপন সম্পর্ক রয়েছে বলে সর্বপ্রথম কংগ্রেস অভিযোগ উত্থাপন করেছে। এরপর কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্র জোটে থাকা বারটি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ ভাবে একই অভিযোগ জানিয়ে সম্প্রতি গুয়াহাটি মহানগরে আন্দোলন কার্যসূচি পালন করেছিল। অবশেষে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে শনিবার মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয় উপস্থিত হয়ে সভানেত্রী মিরা বরঠাকুর গোস্বামীর নেতৃত্বাধীন অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস কমিটির একটি প্রতিনিধি দল ডিজিপি জিপি সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকপত্র প্রদানের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে কঠোর

পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উত্থাপন করেছে।

ডিজিপি আইপিএস জিপি সিংহের হাতে তুলে দেওয়া স্মারকপত্রে মহিলা কংগ্রেস কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছে। স্মারকপত্রে উত্থাপন করা অভিযোগ অনুসারে মহিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী মিরা বরঠাকুর গোস্বামী জানান প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে কুকি জঙ্গি সংগঠন ইউকেএলএফ এর সম্পর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে সংগঠনের চেয়ারম্যান এস এস হাওকিপ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা চিঠি অনুযায়ী এই সংগঠনটি ২০১৮ মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি কে সহায় এবং সাহায্য করেছিল। এক্ষেত্রে সংগঠনটির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং বিজেপি নেতা রাম মাধবের সঙ্গে হওয়া আলোচনার পর চুক্তি অনুযায়ী সংগঠনটি বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছিল।

মহিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী মিরা বরঠাকুর গোস্বামী বলেন সে সময় অর্থাৎ ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সে সময় রাজ্যের মন্ত্রীর দায়িত্ব ছিলেন। সংবিধানের শপথ বাক্য পাঠ করে একজন মন্ত্রী কিভাবে শুধুমাত্র নির্বাচনে দলের জয়ের স্বার্থে এই ধরনের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারেন। তিনি বলেন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড অনুযায়ী রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস এক্ট এর অধীনে এটা এক অপরাধ। এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অতি শীঘ্রই মামলা দায়ের হওয়া উচিত। এটা কেউ জানে না যে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা কতদূর পর্যন্ত সেই জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন। এমনকি রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক থাকার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফলে ক্ষেত্রে এক গভীর তদন্তের প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মহিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী মিরা বরঠাকুর গোস্বামী।

সাংবাদিক রব্বানী হত্যা ঃ পঞ্চগড় থেকে ইউপি চেয়ারম্যান বাবু আটক

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের অনলাইন নিউজ পোর্টাল, এর জামালপুর প্রতিনিধি গোলাম রব্বানী নাদিম হত্যার সন্দেহভাজন ব্যক্তি, জামালপুরের সাধুরপাড়ার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলম বাবুকে পঞ্চগড় থেকে আটক করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। শনিবার ভোর ৫টার দিকে দেবীগঞ্জ উপজেলার চিলাহাটি ইউনিয়ন থেকে বাবুসহ তিনজনকে আটক করা হয়। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দেবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল হোসেন। জামাল হোসেনজানান, সীমান্ত পার হয়ে দেশ ছেড়ে পালানোর সময় শনিবার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার চিলাহাটি ইউনিয়ন থেকে বাবুসহ তিনজনকে আটক করে র‍্যাব সদস্যরা। এর আগে, গোলাম রব্বানীর স্ত্রী মনিরা বেগম অভিযোগ করেন যে ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলম বাবুর নির্দেশে, তার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। মনিরা দাবি করেন, ঘটনার আগে তার স্বামী বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছিলেন এবং চেয়ারম্যানের সহযোগীরাই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি। উল্লেখ্য, গত ১৪ জুন বাড়ি ফেরার পথে গোলাম রব্বানী বকশীগঞ্জ উপজেলায় একদল সন্ত্রাসীর হামলার শিকার হন। হামলাকারীরা তাকে ব্যাপক প্রহার করে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরদিন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। এদিকে, গোলাম রব্বানী নাদিম হত্যা মামলায় পুলিশের আটক করা ৯ জনকে শনিবার) জামালপুরের আদালতে হাজির করা হয়। পরে, পুলিশ তাদের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করে। আদালত আটক ব্যক্তিদের জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং রিমান্ড আবেদন শুনানির জন্য রবিবার দিন ধার্য করেন। বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা জানান, নয় জনকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। রবিবার রিমান্ড আবেদনের শুনানি হবে। উল্লেখ্য, রব্বানী হত্যার ঘটনায় সাধুরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলম বাবুকে প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করে, ৪৭ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ট্রেজারি ডিপার্টমেঃট ও পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. আনোয়ার লতিফ খানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথক এক ঘোষণায় বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাব ৭-এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত। এতে বলা হয়েছে যে, তারা আইনের শাসন, মানবাধিকারের মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ন করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব হচ্ছে ২০০৪ সালে গঠিত একটি সম্মিলিত টাস্ক ফোর্স। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সরকারের নির্দেশে তদন্ত পরিচালনা করা। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা এনজিওদের অভিযোগ হচ্ছে যে, র‍্যাব ও বাংলাদেশের অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ ব্যক্তির গুম হয়ে যাওয়া এবং ২০১৮ সাল থেকে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। কোনো কোনো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই সব ঘটনার শিকার হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্য, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা।

মহা জনসম্পর্ক অভিযানের জন্য অসমে আসবেন বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

কংগ্রেসের শাসনকালে প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ হয়েছিল বলে অভিযোগ রাজ্য বিজেপির

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ৯ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তথা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপি ব্যাপক তৎপর হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে মহা জনসম্পর্ক অভিযানের অন্তর্গত জনসভা আযে়াজন করা হচ্ছে। ১৮ জুন যোরহাটে আযে়াজিত মহা জনসম্পর্ক অভিযানের অন্তর্গত জনসভায় অংশ নিতে অসমে আসবেন বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা। একইভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নগাঁও জনসভায় অংশ নেবেন।

উল্লেখ্য ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দলের কার্যকর্তাদের উদ্যোগে সারা দেশ জুড়ে গত ৩০ মে থেকে মহা জন সম্পর্ক অভিযান কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে আযে়াজেনে সাংবাদিক বৈঠকে সাধারণ সম্পাদক পুলক গোহাই বলেন জাতীয় কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী অসমেও এই কার্যসূচি ব্যাপকভাবে পালন করা হচ্ছে। মহা জনসম্পর্ক অভিযানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অসমের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে ১৪ টি বিশাল জনসভা আযে়াজন করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে পাঁচটি জনসভা ইতিমধ্যে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভায় প্রতিকূল আবহাওয়াকে তোয়াক্কা না করে হাজার হাজার সাধারণ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ বিজেপির কার্যকর্তাদের উৎসাহিত করে তুলেছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পুলক গোহাই বলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা ১৮ জুন যোরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমগুড়ির দুর্লভ গগৈ হাই স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠেয় বিশাল জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন। একইভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠেয় বিশাল জনসভায় উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়া অন্যান্য সভা গুলোতে অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল অংশগ্রহণ করবেন। এই বিশাল জনসভা ছাড়াও রাজ্য বিজেপির মোর্চা, কোষের কার্যকর্তাদের সহযোগে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ব্যবসায়ী সম্মেলন, হিতাদিকারী সম্মেলন, সংযুক্ত মোর্চার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে হচ্ছে বলে জানান তিনি।

রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জানান প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে ১০০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী ২১ জুন থেকে দলের কার্যকর্তারা প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসম্পর্ক অভিযানের কার্যসূচি শুরু করবেন। তিনি বললেন বিগত নয় বছরে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে দেশের প্রতিটি এলাকার সর্বসাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠেছে। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস এই মূল মন্ত্রের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সমাজের শেষতম ব্যক্তির উন্নতি এবং উন্নয়ন সম্ভবপর করে তুলেছে। মহা জনসম্পর্ক অভিযানের সময় দলের কার্যকর্তারা হিন্দু সরকারের নয় বছরের সফল কার্যকলাপের খতিয়ান সাধারণ জনতার কাছে তুলে ধরবেন। ভারতীয় জনতা পার্টি মিনিস্টার এবং সততার মাধ্যমে কাজ করার জন্য দলের উপলব্ধিগুলো আমজনতার কাছে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাদের থেকে পরামর্শ নিতে সক্ষম হয়েছে বলে জানান তিনি।

সাধারণ সম্পাদক পুলক গোহাই কংগ্রেস দলের সমালোচনা করে বলেন দেশের স্বাধীনতার পর অধিকাংশ সময় শাসনভারে থাকা কংগ্রেস দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধভাবে কাজ করেনি। এর ফলেই সেই সময় প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ হয়েছিল। সমাজে দরিদ্র শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া দেশের উন্নয়নে স্থবিরতা এসে পড়েছিল। কংগ্রেস সরকারের আমলে মধ্যভুগি দালাল রাজ প্রকৃত হিতাদিকারীদের প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি সমাজ ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত থাকা এই কুপ্রথার বিলুপ সাধন করেছে। ডিবিটির মাধ্যমে হিতাদিকারী প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি ভাবে নিজেদের ব্যাংকের একাউংটের মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছেন। যার ফলে সমাজে মধ্যভুগি এবং দালাল রাজের প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে এবং প্রতিজন নাগরিক স্বসম্মানের মাধ্যমে বসবাস করার পরিবেশ পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পুলক গোহাই।

টেস্ট খেলার কোন ধরন আপনাকে রোমাঞ্চিত করে

পর্থ ঃ একদিকে 'বাজবল', অন্যদিকে প্রথাগত টেস্ট ক্রিকেট। একদিকে টেস্টের চিরচেনা চিত্রনাট্য অন্যদিকে সেই চিত্রনাট্য ভেঙে নতুন কিছু করার চেষ্টা। টেস্ট ক্রিকেট খেলার কোন ধরন আপনাকে রোমাঞ্চিত করে? প্রশ্নটা ক্যারিবিয়ান তারকা ক্রিস গেইলের।

গেইল অপ্রাসঙ্গিকভাবে এই প্রশ্ন করেননি। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি প্রশ্নটা রেখেছেন, অ্যাশেজে প্রথম টেস্টের প্রথম দুই দিন দেখে। যেখানে ইংল্যান্ড ব্রেন্ডন ম্যাকক্যালামের মস্তিষ্কপ্রসূত, আক্রমণাত্মক ফলকেন্দ্রিক টেস্ট ক্রিকেটের সমার্থক হয়ে ওঠা 'বাজবল' খেলে দাপট দেখানোর চেষ্টা করছে। আর অস্ট্রেলিয়া আপাতত জবাবটা দিচ্ছে প্রথাগতভাবে টেস্টের প্রথাগত ব্যাটিংয়ে।

টেস্টে প্রথাগত ব্যাটিং সম্পর্কে নিশ্চয় সবার ধারণা আছে। দিনের প্রথম ঘণ্টা বোলারদের দিয়ে ধীরে ধীরে বড় সংগ্রহের দিকে যান ব্যাটসম্যানরা। হারের সম্ভাবনা এড়িয়ে এরপর খেলাটা হয় জয়ের জন্য। 'বাজবল' এই প্রথা মেনে খেলা হয় না।

ইংল্যান্ডের এই কৌশলে প্রথম ঘণ্টা দূরে থাক, প্রথম বলটাও ছাড়তে রাজি না! এবারের অ্যাশেজের প্রথম বলটা যেভাবে জ্যাক ক্রলি কাভার দিয়ে বাউন্ডারি ছাড়া করেছেন সেরকমই। বাজবল শুধু বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান তোলায় সীমাবদ্ধ নয়, বাজবল ক্রিকেটটা খেলা হয় গ্যালারির দর্শকদের বিনোদনের কথা মাথায় রেখেও। দিন শেষে এই কৌশলের মূলমন্ত্র একটাই জয় পরাজয়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে 'বিনোদন' দেওয়া।

এবারের অ্যাশেজে প্রথম দিনে তাকালেও অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথম দিনে মাত্র ৭৮ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৯৩ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। যখন জো রুটের মতো ব্যাটসম্যান ১১৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। অবশ্য তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গত এক বছরে এ নিয়ে ৪ বার ৯০ ওভার ব্যাটিংয়ের আগে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। গত ফেব্রুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টে তো ৫৮.২ ওভারেই ব্যাটিং ছেড়ে দিয়েছিলেন স্টোকস। এটাই ইংল্যান্ডের বর্তমান টেস্ট দলের খেলার ধরন। তবে অস্ট্রেলিয়া প্রথাগত উপায়ে জবাবটা দিয়ে কি খুব বেশি পিছিয়ে আছে? বোধ হয় না। কারণ, ৩৯৩ রানের জবাবে ওভারপ্রতি গড়ে ৩.৩ করে রান তুলে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দিন শেষে রান ৫ উইকেটে ৩১১। ক্রিজে আছেন সেঞ্চুরিয়ান উসমান খাজা, সঙ্গে ফিফটি পাওয়া অ্যালেক্স ক্যারি। অর্থাৎ প্রথম ইনিংসে এখন অস্ট্রেলিয়ার লিড নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ক্রিস গেইল হয়তো একই টেস্টে এমন দুই ধরনের কৌশল দেখে নিজেও রোমাঞ্চিত হয়েছেন। সে কারণে টুইটারে ভক্তদের প্রতি প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছেন, 'টেস্ট ক্রিকেটে কী দারুণ একটা দিন। অস্ট্রেলিয়া রান তুলেছে ওভার প্রতি গড়ে ৩.৩, যেখানে প্রথম দিনে ইংল্যান্ডের রানরেট ছিল ৫.০৩। পুরোটাই ছিল বাজবলের প্রদর্শনী। শুরুর ধাক্কা সামলে অস্ট্রেলিয়াও লিড নেওয়ার পথে। টেস্ট ক্রিকেটের কোন ধরনটা আপনাকে রোমাঞ্চিত করে?'

হাত শুকিয়ে জরিমানা দিলেন মঈন আলী

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ অধিনায়ক বেন স্টোকসের অনুরোধে অবসর ভেঙে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরেছেন মঈন আলী। আর সাদা পোশাকের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেই জরিমানা গুনতে হলো ইংলিশ অলরাউন্ডারকে। চলমান এজবাস্টন টেস্টে আইসিসির আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে মঈনকে। একটি ডিমেরিট পয়েন্টও যোগ হয়েছে তাঁর হিসাবে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে গতকাল লেভেল ওয়ান মাত্রার আচরণবিধি ভেঙেছিলেন এই অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার।

কী করেছিলেন প্রায় দুই বছর পর টেস্টে ফেরা মঈন? ঘটনাটা অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৮৯তম ওভারের। বাউন্ডারিতে ফিল্ডিং করা মঈন ডান হাতের তালু শুকনো রাখতে একধরনের স্প্রে ব্যবহার করেন। এর ঠিক পরের ওভারেই বোলিং করতে যান এই অফ স্পিনার।

আম্পায়ারদের আগেভাগে না জানিয়ে স্প্রে করেই বিপদে পড়েছেন মঈন। অ্যাশেজ শুরুর আগেই দুই দলের খেলোয়াড়দের আম্পায়াররা জানিয়ে দিয়েছিলেন, পূর্বানুমতি ছাড়া খেলোয়াড়েরা হাতে কিছু দিতে পারবেন না।

মাঠের দুই আম্পায়ার এহসান রাজা ও ম্যারাইস এরাসমাস, তৃতীয় আম্পায়ার ক্রিস গ্যাফানি ও চতুর্থ আম্পায়ার মাইক বার্নস আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ আনেন মঈনের বিরুদ্ধে। এরপর আইসিসির এলিট প্যানেলের ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট আচরণবিধির ২.২০ বিধি ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন মঈনকে। এই বিধিতে খেলোয়াড়ি চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত। ৬৫তম টেস্ট খেলা মঈন দোষ শিকার করে শাস্তি মেনে নেওয়ায় আনুষ্ঠানিক শুনানির দরকার পড়েনি।

শাস্তির ঘোষণা দিতে গিয়ে অবশ্য ম্যাচ রেফারি বলেছেন, মঈন শুধু হাত শুকনো রাখতেই স্প্রে ব্যবহার করেছেন। এতে ম্যাচের বলে কোনো প্রভাব পড়েনি বলেই মনে করেছেন পাইক্রফট।

লেভেল ওয়ান মাত্রার আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে আনুষ্ঠানিক তিরস্কার, ম্যাচ ফির সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ জরিমানা ও একটি বা দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ করতে পারেন ম্যাচ রেফারি। ২৪ মাসের মধ্যে কোনো খেলোয়াড় চার বা এর বেশি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে পয়েন্টগুলো সাসপেনসন পয়েন্টে পরিণত হয় এবং খেলোয়াড়দের নিষিদ্ধ করা হয়।

আনচেলত্তির জন্য ১ বছর অপেক্ষা করতে রাজি ব্রাজিল

ব্রাজিল ঃ রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি বেশ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ক্লাবটিতে তিনি চুক্তির মেয়াদ শেষ করতে চান। তাই ব্রাজিল কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েও না করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) নাছোড়বান্দা। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যমে কিছুদিন পরপরই আনচেলত্তির জাতীয় দলের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। সিবিএফের সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজও কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন, আনচেলত্তিকে স্থায়ীভাবে ব্রাজিলের কোচ বানানোর আশা থেকে তাঁরা সরে আসেননি। কিন্তু আনচেলত্তিকে নিয়ে সিবিএফ এই যে আশায় বুক বেঁধেছে, তার কারণ কী?

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কালো জার্সি পরে খেলেছে ব্রাজিল বার্সেলোনায় কাল রাতে ব্রাজিল-গিনি প্রীতি ম্যাচ শেষে বিষয়টি একটু আন্দাজ করা গেল। ব্রাজিলের ৪-১ গোলে জয়ের পর আনচেলত্তিকে নিয়ে কথা বলেছেন ভিনিসিয়ুস-রদ্রিগোদের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ র‍্যামন মেনেজেস। এর পাশাপাশি ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'টিভি গ্লোবো' ও 'ল্যান্স' জানিয়েছে, আনচেলত্তিকে কোচ বানানোর আলোচনায় একটু অগ্রগতি হয়েছে। চলতি মাসের শেষের দিকে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) এ নিয়ে একটি বিবৃতি দেবে। স্থায়ী কোচ খোঁজার প্রক্রিয়ায় সিবিএফ কাকে কোচ করে আনবে, কিংবা এ বিষয়ে লক্ষ্য কী হবে, সেসব জানানো হবে বিবৃতিতে। আর এই প্রক্রিয়ায় আনচেলত্তি রাজি হলেও তাঁকে এই বছর পাওয়া যাবে না। ইতালিয়ান এই কোচ রাজি হলে তাঁকে ২০২৪ সাল থেকে পাবে সিবিএফ। ল্যান্স এর আগে জানিয়েছিল, রিয়াল মাদ্রিদে চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আনচেলত্তির জন্য অপেক্ষা করতে রাজি সিবিএফ। সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজ এখন ইউরোপ সফরে আছেন। রিয়াল কোচের সঙ্গে এখনো মুখোমুখি আলোচনায় বসেননি রদ্রিগেজ। ল্যান্স জানিয়েছে, সিবিএফ সভাপতির লক্ষ্য হতে পারে ২০২৪ সালে ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নিতে আনচেলত্তিকে আপাতত মৌখিকভাবে হলেও রাজি করানো। আর আনচেলত্তি রাজি হলে আগামী বছরের জুন-জুলাই লেগে যাবে তাঁকে ব্রাজিলের কোচ বানাতে। আনচেলত্তি ও ব্রাজিল ঘিরে যে ব্রাজিলের বাইরেও আলোচনা হচ্ছে, সেটা বোঝা গেল কাল রাতে ভিনিসিয়ুসদের ম্যাচ শেষে। ব্রাজিলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মেনেজেসকে আনচেলত্তিকে নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। টিভি গ্লোবো দাবি করেছে, ২০২৪ সাল থেকে ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নেবেন কার্লো আনচেলত্তি। ল্যান্স দাবি করেছে, আনচেলত্তিকেই চায় সিবিএফ এবং সে জন্য ২০২৪ সাল পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতেও রাজি। স্টেডিয়ামের মিক্সড জোনে মেনেজেস এ নিয়ে সংবাদকর্মীদের বলেছেন, 'আমি কিছুই জানি না। এর আগে সংবাদ সম্মেলনেই বলেছি, তিনি (আনচেলত্তি) অসাধারণ কোচ। তাঁর সম্বন্ধে আমি কী বলতে পারি! আমার সব মনোযোগ এ দুটি ম্যাচ ঘিরে। এখন সামনে সেনেগাল। আমরা ভালো খেলতে চাই।' গিনিকে হারানোর পর ব্রাজিলের সামনে এখন আফ্রিকার দল সেনেগাল। মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় লিসবনে সেনেগালের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল।

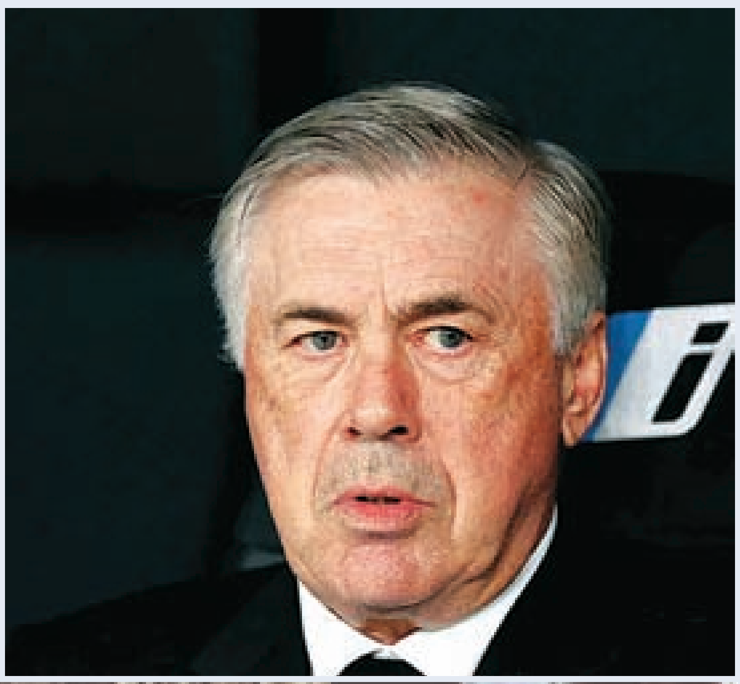

হ্যাজার্ডের আবেগী বিদায় আর হলান্ড মাঠ ছাড়তেই নরওয়ের হার

হলান্ড (ওয়েবডেস্ক) ঃ গত বছর ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ থেকে হতাশাজনক বিদায়ের পরই জাতীয় দলের জার্সিকে বিদায় জানিয়ে দেন এডেন হ্যাজার্ড। বেলজিয়ামের সোনালি প্রজন্মের অন্যতম সেরা এই তারকা অবসর নেওয়ার প্রায় ৬ মাস পর এসে পেলেন আনুষ্ঠানিক বিদায়। গতকাল অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ইউরো বাছাইয়ের ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষে ব্রাসেলসের কিং বাউদোয়িন স্টেডিয়ামে দর্শকদের সামনে হাজির হন হ্যাজার্ড। মাঠে গাড়িতে করে দর্শকদের উদ্দেশে হাত নেড়ে অভ্যর্থনার জবাব দেন। হ্যাজার্ডের আবেগী বিদায়ের রাতে কিছুটা হতাশা নিয়েই বাড়ি ফিরতে হয়েছে বেলজিয়ান সমর্থকদের। ঘরের মাঠে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ১-১ গোলের কষ্টার্জিত ড্র পেয়েছে বেলজিয়াম। হ্যাজার্ড অবসরের ঘোষণার পর বেলজিয়ামের ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে আনুষ্ঠানিক বিদায় দেওয়ার কথা দিয়েছিল। গতকাল রাতে মূলত সে কথাই রাখল তারা। বিদায়ী মুহূর্তে ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসাও ছুঁয়ে গেছে হ্যাজার্ডকে। ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে হ্যাজার্ড লিখেছেন, 'রেড ডেভিলদের জার্সিতে এতগুলো বছর ধরে খেলাটা অপরিমেয় সম্মানের বিষয় ছিল। সবকিছুর জন্য অনেক ধন্যবাদ। তোমাকে ভালোবাসি বেলজিয়াম।' জাতীয় দলের হয়ে প্রায় ১৫ বছরের ক্যারিয়ারে ১২৬ ম্যাচ খেলে ৩৩ গোল করেছেন হ্যাজার্ড। পাশাপাশি অন্যদের গোলে ৩৬টি অ্যাসিস্টও ছিল তাঁর। এর মাঝে ৩টি বিশ্বকাপ এবং ২টি ইউরোও খেলেছেন ৩১ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। সোনালি প্রজন্মের বেলজিয়াম দলের অন্যতম এই সদস্যকে অবশ্য কিছুটা আক্ষেপ নিয়েই যেতে হচ্ছে। বেলজিয়ামের এই দলকে নিয়ে যে অনেক স্বপ্ন বোনা হয়েছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান অর্জন ছাড়া বেলজিয়ামের এই দলের আর কোনো সাফল্য নেই। হ্যাজার্ডের বিদায়ী রাতও অবশ্য মলিন হতে পারত হতাশার হারে। ইউরো বাছাইয়ের এই ম্যাচে শুরু থেকেই বেলজিয়ামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেছে অস্ট্রিয়া। ম্যাচের ১৯ মিনিটে মিডফিল্ডার ওরেল মাঙ্গালার আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে যায় বেলজিয়াম। এরপর চেষ্টা করেও আর ম্যাচে ফিরতে পারছিল না স্বাগতিকেরা। শেষ পর্যন্ত ৬১ মিনিটে লুকাকু উদ্ধার করেন বেলজিয়ামকে। তাঁর গোলেই সমতায় ফেরে বেলজিয়াম। তবে ম্যাচের বাকি সময়ে জয়সূচক গোলটি আর পায়নি ডোমেনিকো তেদেসকোর দল। একই রাতের অন্য ম্যাচে স্কটল্যান্ডের কাছে দুই মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল খেয়ে হেরে গেছে আর্লিং হলান্ডের নরওয়ে। ম্যাচের ৬১ মিনিটে হলান্ডের গোলে এগিয়ে যায় নরওয়ে। এরপর ম্যাচের ৮৪ মিনিটে তুলে নেওয়া হয় নরওয়েজীয় এ স্ট্রাইকাররা। হলান্ড নামতেই মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায় সবকিছু।

সৌদি সমর্থিত শোধনাগারের বিরুদ্ধে অবস্থান ভারতীয়দের

রত্নাগিরি (ওয়েবডেস্ক)ঃ আমরা এই রাসায়নিক শোধনাগার চাই না, কোনো আরব দেশের নোংরা তেল দিয়ে আমরা এখানকার এই আদি ও অকৃত্রিম পরিবেশ ধ্বংস হতে দেব না, বলছিলেন মানসী বোল। দক্ষিণ ভারতের কঙ্কন বেল্ট, পরিবেশগতভাবে ভঙ্গুর এই অঞ্চলে রয়েছে জেলেদের গ্রাম, আমের বাগান আর প্রাচীন সব পাথরের নিদর্শন। সেখানে বিস্তৃত মালভূমি নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পেট্রোকেমিক্যাল শোধনাগার স্থাপনের যে পরিকল্পনা চলছে, তার বিরুদ্ধে হাজারো আঃেদালনরতদের একজন মানসী।

এপ্রিল মাসের শেষদিকে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য মহারাষ্ট্রের জেলা রত্নাগিরিতে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়, যখন কর্তৃপক্ষ এই মেগা প্রকল্পের জন্য মাটি পরীক্ষা করা শুরু করে। প্রকল্পটি ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি, বিশ্বের অন্যতম জায়ান্ট সৌদি আরামকো ও আবুধাবি জাতীয় তেল কোম্পানি - এডিএনওসির মিলিত কনসোর্টিয়াম দ্বারা নির্মিত হবার কথা।

নারীদের নেতৃত্বে হাজারো গ্রামবাসী গ্রীষ্মের প্রচন্ড উত্তাপ উপেক্ষা করে রাস্তায় এসে অবস্থান নেয়, যাতে কর্মকর্তারা এই প্রকল্পে ঢুকতে না পারে। অনেকে ক্ষোভ প্রকাশে নিজের মাথা ন্যাড়া করে অনশন শুরু করে।

গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা ব্যর্থ হলে পুলিশ তাদের চলাফেরায় কারফিউ জারী করে এবং আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে ও টিয়ারগ্যাস ছোঁড়ে, প্রতিবাদে অংশ নেয়া নারী এবং শোধনাগার বিরোধী কর্মীদের আটক করে এবং তাদের কাউকে কাউকে অনেক দিন পর্যন্ত আটকে রাখে।

এই পুরো অঞ্চল জুড়েই এখন অসন্তোষ বিরাজ করছে। গ্রামবাসীর অভিযোগ, এই বিরাট শিল্প প্রকল্প যেটা নিয়ে প্রায় গত এক দশক ধরে প্রতিবাদ করে আসছে তারা, সেটা তাদের উপর 'অগণতান্ত্রিকভাবে ও জবরদস্তি করে' চাপিয়ে দেয়ার কে।শল নিয়েছে সরকার।

গ্রামে বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলে শোধনাগার নিয়ে তাদের মধ্যে উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায়।

তারা বলে যে মালভূমিটি একটা অনুর্বর পরিত্যক্ত জায়গা কিন্তু বসন্তের সময় এটা আমাদের পানির উৎস এবং এখানে আমরা সবজি উৎপাদন করি মিজ বোল বলেন।

নিজের ট্রলার নে।কায় বসে মৎসজীবী ইমতিয়াজ ভাটকার তার উদ্বেগের কথা জানিয়ে বলেন, তিনি এই শোধনাগারের জন্য এখন প্রতিদিন তার জীবিকা হারানোর ভয়ে থাকেন।

আমরা ১০ কিলোমিটার (৬.২ মাইল) এলাকা জুড়ে মাছ ধরতে পারবো না কারণ সমুদ্রে ক্রুড ট্যাংকার থাকবে। মি. ভাটকার আরো বলেন স্থানীয় ও বাইরের মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার লোক এখানকার শুধু এই একটি গ্রামেই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের কী হবে?

এলাকাটি দামী আলফানসো আমের জন্যও বিখ্যাত। এলাকার আমচাষীরা জানান, সামান্য বায়ু দূষণ ও বন উজাড় তাদের উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। কারণ এই আলফানসো জাতের আম বাতাস ও আবহাওয়ার উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল।

মহারাষ্ট্রে যখনই যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে শোধনাগার ঘিরে সুবিধাবাদী অবস্থান নিয়েছে। ক্ষমতায় থাকার সময় এর পক্ষে, ক্ষমতার বাইরে গেলেই এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

শুরুতে এটি ছিল ৪০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের একটি প্রকল্প, বার্ষিক ৬০ মিলিয়ন টন প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য এর আকার এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনতে হয়েছে।

২০১৫ সালে প্রথম ঘোষণা দেয়া হয় যে প্রকল্পটি নানার গ্রামে স্থাপন করা হবে, বর্তমান রত্নাগিরি জেলার বারসু গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ছিল সেটি। কিন্তু নানার গ্রামের মানুষ, কাউন্সিল ও পরিবেশবাদী গ্রুপগুলোর প্রচন্ড বিরোধীতার মুখে সেখান থেকে সরে আসতে হয় কর্তৃপক্ষকে।

রাজ্যের আগের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ভব থ্যাকারে গত বছর প্রকল্পটি আবারো বারসু গ্রামে করার উদ্যোগ নেন।

কিন্তু এখন ক্ষমতার বাইরে এসে তিনি তার অবস্থান বদলে স্থানীয়দের পক্ষ নিয়েছেন।

রাজ্যের বর্তমান সরকার যা বিজেপি এবং মি. থ্যাকারের দলের একাংশ নিয়ে গঠিত, তারা বলছে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এটা দূষণহীন একটি গ্রিন রিফাইনারি। শিল্প মন্ত্রী হিসেবে এটা আমার দায়িত্ব জনগণের মধ্যে বাইরে থেকে যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে তা দূর করা - রাজ্যের একজন মন্ত্রী উদয় সামান্ত বলছিলেন বিবিসিকে।

এছাড়া এখানে থাকা পেট্রোগ্লিফ বা পাথরে আঁকা প্রাচীন শিল্পকর্ম যা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করার কথা, সেগুলোর ক্ষতি হবে না বলেও দাবি করেন এই মন্ত্রী।

মি. সামান্ত জানান যে, ৫ হাজার একর জমি নিয়ে প্রকল্পটি নির্মাণ হবে তার ৩ হাজার একর এরইমধ্যে সরকার অধিগ্রহণ করেছে।

অবশ্য বিবিসি তার দাবির পক্ষে খুব একটা প্রমাণ পায়নি।

যেমন মাটি পরীক্ষা করা হচ্ছে যেখানে, তার মাত্র কয়েক মিটার দূরেই এই মালভূমিতে থাকা ১৭০টি পেট্রোগ্লিফের কয়েকটির অবস্থান। এ নিয়ে অন্তত ছয়টি স্থানীয় গ্রাম কাউন্সিলের অনাপত্তিপত্র কর্তৃপক্ষ এড়িয়ে গেছে এই বলে যে, এখানকার জমিতে এই গ্রামবাসীদের অধিকার নেই।

কিন্তু স্থানীয়রা বলছে তাদের অত্যন্ত কম দামে এখানে বিনিয়োগকারীদের কাছে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছে, যাদের মধ্যে আছে রাজনীতিবিদ, পুলিশ কর্মকর্তা ও সরকারি চাকুরিজীবি, এবং তারা জানতোও না যে এটি শোধনাগার প্রকল্পে দেয়া হবে।

সরকার স্থানীয় মানুষদের পরিবর্তে এই অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারণ করতে দিচ্ছে দু'শোর মতো বিনিয়োগকারীদের। বলছিলেন সত্যজিৎ চাওয়ান, যিনি ৬ রাত জেল খেটে এসেছেন সামাজিক মাধ্যমে শোধনাগার বিরোধী পোস্ট দিয়ে জনগণকে প্রতিবাদে অংশ নিতে বলে।

শোধনাগার নিয়ে এখানকার চিন্তাভাবনা ভৌগলিক অবস্থান, শ্রেণী ও আদর্শের দিক থেকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।

গ্রাম থেকে শহরে আসলে রাজাপুরের এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সুরুজ পেডনেকার জোর দিয়ে বলেন এই প্রকল্প পুরো রত্নাগিরির ভাগ্য বদলে দেবে, যা দেশের অন্যতম ধনী প্রদেশে থেকেও শিল্পকারখানার দিক থেকে দুর্বল অবস্থানে।

সরকারি হিসাব বলছে এর ফলে মহারাষ্ট্রের জিডিপি ৮.৫ বেড়ে যাবে।

সমস্ত তরুণ তরুণীরা প্রতি বছর জীবিকার তাগিদে মুম্বাই আর পুনে যায়, বলেন মি. পেডনেকার। গ্রামগুলো শূন্য হয়ে পড়ে কারণ এখানে চাকরি নেই। কিন্তু যদি শোধনাগারটি হয় তাহলে অন্তত ৫০ হাজার লোকের চাকরি হবে, জনসংখ্যা বাড়বে যা এখানকার ব্যবসায়ীদের সাহায্য করবে। আমরা সেটা কেন হতে দেব না?

তার মতো একই চিন্তা শহরের অনেক লোকের যাদের জীবিকা সরাসরি এই প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত হবে না। কিন্তু গ্রামবাসীদের যুক্তি আলাদা।

যে সমস্ত চাকরির কথা বলা হচ্ছে এগুলো সব পাবে শিক্ষিত ডিগ্রীধারীরা, কোনো জেলে তো আর পাবে না। আমাদের এসব চাকরির দরকার নেই, বলেন মি. ভাটকার।

মিজ বোলে বলছিলেন যদি স্থানীয়রা চাকরি পায়ও, সেটা হবে একেবারেই নিচু সারির সুইপার বা নিরাপত্তারক্ষী শ্রেণীর।

রাজ্যজুড়ে অবশ্য গ্রামবাসীদের আন্দোলনে সমর্থন বাড়ছে।

সম্প্রতি পুনেতে এক সভায় রাজ্যের লেখক, কবি, আন্দোলনকর্মী ও বিক্ষোভকারীরা এক হয়ে শপথ করেন যে জনগণকে এক করে তারা সরকারের উপর চাপ বাড়াবেন, যাতে প্রকল্পটি বাতিল করা হয়।

আমাদের চেষ্টা হবে যারা এই প্রকল্পের পক্ষে সেসব রাজনীতিবিদ ও দলকে ভোট না দিতে মানুষদের অনুরোধ করা, বিবিসিকে বলেন মি. চাওয়ান।

১৯৯০ সালের দিকে এনরন থেকে শুরু করে ২০০০ সালে পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপনের ফরাসী উদ্যোগসহ টাটা ও রিলায়েন্সের মতো বড় বড় ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নানা শিল্প প্রকল্প কঙ্কন থেকে সরিয়ে নিতে হয়েছে এখানকার মানুষদের প্রতিবাদের মুখে।

এই শোধনাগার প্রকল্পটিও একই ভাগ্য বরণ করবে কি না তা ভবিষ্যত বলে দেবে। তবে গ্রামের পর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এটি প্রতিহত করতে শেষ পর্যন্ত লড়াই করবেন তারা।

টুকরো খবর

নবজাতকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সেন্ট্রাল হাসপাতালের ওপর বিধিনিষেধ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ চিকিৎসকের ভুলে নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ, বিশেষজ্ঞের অনুপস্থিতিতে তার অধীনে রোগী ভর্তি করা, দুই চিকিৎসককে জবানবন্দির পর কারাগারে পাঠানো - এসব ঘটনার জের ধরে গত কয়েকদিন ধরে বেশ আলোচনায় রয়েছে ঢাকার গ্রিন রোডের বেসরকারি সেন্ট্রাল হাসপাতাল। গত এক সপ্তাহ ধরে এক নবজাতকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘটেছে এসব ঘটনা। মৃত্যুর ঘটনায় মামলা হওয়ার পর সেন্ট্রাল হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগও উঠে আসে। শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে একটি দল হাসপাতালটি পরিদর্শন করে সেসব অভিযোগের সত্যতা পান বলে কর্মকর্তারা দাবি করছেন। তারা বলছেন এর ফলে হাসপাতালের ওপর বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। তবে এই পুরো ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সন্তান সম্ভবা মাহবুবা রহমান সেন্ট্রাল হাসপাতালের গাইনি বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসারত ছিলেন। প্রসূতি থাকা অবস্থায় তিনি ঐ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছেন। গত ৯ই জুন মিজ. রহমান সেন্ট্রাল হাসাপতালে ভর্তি হন। তার সন্তান প্রসবের পুরো প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট ঐ গাইনি বিশেষজ্ঞের অধীনে পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল। হাসপাতালের খাতায় মিজ রহমানের ভর্তি ঐ বিশেষজ্ঞের নামেই করা হয়। কিন্তু সেদিন ঐ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন না যে বিষয়টি প্রসূতি ও তার পরিবারের কাছে গোপন করা হয়। পরে মিজ. রহমানের অপারেশন হয় এবং পরদিন নবজাতক সন্তান মারা যায়। পরের তিনদিন মিজ. রহমানের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এই সময় সেন্ট্রাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রসূতির স্বামীর কাছে তার স্ত্রীর চিকিৎসার তথ্য গোপন করেন এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া চিকিৎসার পদক্ষেপ নেন বলে অভিযোগ করেন রোগীর স্বামী ইয়াকুব হোসেন। ভুক্তভোগী মাহবুবা রহমানের শারীরিক অবস্থা এখনও সংকটাপন্ন। তিনি এখন ধানমন্ডির আরেকটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনার জের ধরে ১৪ই জুন মিজ. রহমানের স্বামী ধানমন্ডি থানায় অবহেলাজনিত মৃত্যুর মামলা করেন যেখানে গাইনি বিভাগের ঐ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, দায়িত্বরত কয়েকজন চিকিৎসক, হাসপাতালের ব্যবস্থাপকসহ আরো কয়েকজনকে আসামী করা হয়। ১৪ই জুন রাতে দায়িত্বরত দুই চিকিৎসককে পুলিশ আটক করে। পরের দিন আদালতে নেয়া হলে তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। পরে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয় আদালত। মূলত, গাইনি বিশেষজ্ঞের অনুপস্থিতির বিষয়টি গোপন করা এবং পরে রোগীর স্বামীকে চিকিৎসার তথ্য না জানানোর অভিযোগ ওঠে সেন্ট্রাল হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। মাহবুবা রহমানের স্বামী এই ঘটনায় যে মামলা দায়ের করেছেন, সেখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের 'গাফিলতি'র কারণে তার সন্তানের মৃত্যুর অভিযোগ আনা হয়েছে। এজাহারে বাদী উল্লেখ করেন যে ৯ই জুন রাতে তার স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞ না থাকা এবং বাদীর স্ত্রীর চিকিৎসার পরিস্থিতি গোপন করে। পরে ১০ই জুন একপর্যায়ে বাদী তার স্ত্রীকে 'আশঙ্কাজনক' অবস্থায় ধানমন্ডির ল্যাব এইড হাসপাতালে ভর্তি করেন বলে এজাহারে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশের চিকিৎসকদের ও হাসপাতালগুলোর অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, বিএমডিসি। কোনো চিকিৎসক বা হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে বিএমডিসি সেটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। সংগঠনটির ডিসিপ্লিনারি কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এহতেশামুল হক চৌধুরী বলছেন সেন্ট্রাল হাসপাতালের চিকিৎসক বা হাসপাতালের বিরুদ্ধে এখনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ আসলে অফিস থেকে আমাকে জানানো হতো। আমার জানা মতে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আসেনি, বলছিলেন অধ্যাপক চৌধুরী। কোনো চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তার বিরুদ্ধে সাময়িক বা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে বিএমডিসি। অধ্যাপক চৌধুরী বলছিলেন, বিএমডিসি কারো বিরুদ্ধে জেল, জরিমানার শাস্তি দিতে পারে না। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হলে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে তার লাইসেন্স বাতিল করতে পারে। লাইসেন্স বাতিল করা হলে ঐ চিকিৎসক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারবেন না। বাংলাদেশের অধিকাংশ হাসপাতাল পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা রকম অনিয়ম হওয়ার বিষয়টিও অস্বীকার করেননি অধ্যাপক চৌধুরী। তবে তিনি বলছিলেন, বিএমডিসি চাইলেই এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারে না। কোনো শিক্ষক, চিকিৎসক বা হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে কেবল তখনই বিএমডিসি তার বা তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু কোনো অভিযোগ ছাড়া নিজে থেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার এখতিয়ার আইন অনুযায়ী বিএমডিসি'র নেই। তবে বিএমডিসি যেন নিজে থেকে কোনো চিকিৎসক বা হাসপাতালের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে, তা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দেয়া হয়েছে বলে জানান অধ্যাপক চৌধুরী। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সেন্ট্রাল হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ জারি করলেও ঢাকার বেসরকারি হাসপাতালগুলোর একটা বড় অংশের ক্ষেত্রেই এ ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠে থাকে - এমনটাই মনে করেন বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করা চিকিৎসকদের অনেকে। ধানমন্ডির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন শাকিল আলম (পরিবর্তিত নাম)। তিনি বলছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সেন্ট্রাল হাসপাতালের যেসব অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে, এমন অনিয়ম বাংলাদেশের হাসপাতালের ক্ষেত্রে 'স্বাভাবিক ঘটনা।' সেন্ট্রাল হাসপাতালের আইসিইউর মান বিচার করা হয়েছে একটি আদর্শ আইসিইউর ভিত্তিতে। ঢাকার বেশিরভাগ হাসপাতালের আইসিইউতেই কিন্তু সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নেই। অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল এভাবেই চলছে বছরের পর বছর ধরে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকলে তার নাম নিয়ে রোগী ভর্তি করাটা অনৈতিক হলেও অনেক হাসপাতালে এভাবেই কাজ হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। অধিকাংশ হাসপাতালেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগীর চিকিৎসার সার্বিক তত্ত্বাবধান করে থাকেন। চিকিৎসা পরিচালনা কিন্তু অপেক্ষাকৃত জুনিয়র ডাক্তাররাই করেন। আর গাইনি বিভাগে এটি আরও স্বাভাবিক একটি বিষয়। কারণ সন্তান প্রসবের কাজে মিডওয়াইফদেরই সবচেয়ে বেশি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকে, কাজটা তারাই করে থাকেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকেন। এই চিকিৎসকের মতে, বাংলাদেশের বাস্তবতায় যেখানে প্রতি দুই হাজার মানুষের জন্য একজন নার্স ও প্রতি ১৮৪৭ জনের জন্য একজন চিকিৎসক রয়েছেন, সেখানে হাসপাতালগুলোতে এভাবে কাজ চলাটাই আসলে স্বাভাবিক। এই ঘটনায় কর্তব্যরত চিকিৎসকের অবহেলার পাশাপাশি হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনায় অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শক দল বলছে। কয়েকজন কর্মকর্তা শুক্রবার সেন্ট্রাল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। প্রাথমিক পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় সেন্ট্রাল হাসপাতালের ওপর জারি করা বিধিনিষেধের বিষয়ে জানান তারা। বিধিনিষেধের একটি হলো পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সেন্ট্রাল হাসপাতালে কোনো অপারেশন করা যাবে না। আইসিইউ ও জরুরি সেবার মান 'সন্তোষজনক' না হওয়ায় এই নির্দেশ দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শক দল।

ডিজিটাল ব্যাংক চালু হবে বাংলাদেশে – শাখা, এটিএম ও চেকবই থাকবে না

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ পুরোপুরি প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই ব্যাংকের কোন শাখা, উপশাখা, এটিএম বুথ বা সশরীরে লেনদেনের কোন ব্যবস্থা থাকবে না। প্রচলিত ব্যাংকগুলোতে এখনো টাকা লেনদেন, হিসাব দেখার মতো কিছু সেবা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে করা যায়। কিন্তু নতুন যে ব্যাংক চালুর কথা বলা হচ্ছে, সেখানে সকল কাজ হবে প্রযুক্তি নির্ভর। কিন্তু ব্যাংকটি আমানত গ্রহণ, ঋণ দেয়া থেকে অন্যান্য সকল কাজই করবে। গত বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এখন ব্যাংক গঠনে আগ্রহীরা প্রস্তাব জমা দিতে পারবেন। বর্তমানে দেশে প্রচলিত ধারার ব্যাংক রয়েছে মোট ৬১টি। শাখার পাশাপাশি এসব অনেক ব্যাংকের রয়েছে অনলাইন সেবা। ডিজিটাল ব্যাংক শুধুমাত্র মোবাইল, কম্পিউটার এবং ইংটারনেট ব্যবহার করেই করা যাবে। মোবাইল বা অ্যাপ ব্যবহার করে গ্রাহকরা এই ব্যাংকে লেনদেন করতে পারবেন। তাদের সশরীরে ব্যাংকের কোন শাখায় যেতে হবে না। ব্যাংকের নিজস্ব কোনো শাখা বা উপশাখা, এটিএম, সিডিএম ইত্যাদি থাকবে না। তবে প্রধান একটি কার্যালয় থাকতে পারে। তাদের এটিএম কার্ড বা এজেংট ব্যাংকিংও থাকবে না। তবে ভার্চুয়াল কার্ড, কিউআর কোড বা অন্য প্রযুক্তিনির্ভর সেবা থাকবে।

মৃত্যুর মুখ থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার কয়েকটি ঘটনা

কলম্বিয়া (এজেন্সী) ঃ একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরে, ফলাফল হিসেবে সবচেয়ে খারাপ কিছু হবে বলেই ধরে নেয়া হয়।

তবে কলম্বিয়ার জঙ্গলে বিমান দুর্ঘটনার ৪০ দিনেরও বেশি সময় পর চার শিশুকে উদ্ধারের ঘটনা বিশ্বকে হতবাক করেছে। বিমান বিধ্বস্ত হয়ে শিশুদের মাসহ দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক মারা গেলেও বেঁচে যায় চার শিশু।

৯, ৪, ১৩ এবং ১ বছর বয়সী সোলেনি, তিয়েন, লেসলি এবং ক্রিস্টিনকে শুক্রবার খুঁজে পায় দেশটির সামরিক বাহিনী। এসময় তাদের মধ্যে জল শূন্যতা এবং পোকামাকড়ের কামড়ের লক্ষণ দেখা গেলেও তারা ভালো ছিল।

ইতিহাসজুড়ে এমন বেশ কয়েকটি নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে যেখানে কাউকে জীবিত পুনরুদ্ধার অসম্ভব মনে হলেও তা ঘটেছে। উদ্ধারের তেমনই চারটি ঘটনা নিয়ে আজকের আয়োজন

উরুগুয়ের মন্টভিডিওর ওল্ড ক্রিশ্চিয়ানস ক্লাবের রাগবি খেলোয়াড়দের একটি দল ১৯৭২ সালের ১৩ অক্টোবর বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে একটি টুর্নামেন্ট খেলতে সান্তিয়াগো ডি চিলির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

কিন্তু উরুগুয়ের বিমান বাহিনীর যে বিমানটিতে তারা রওনা দিয়েছিল তা আন্দিজ পর্বতমালায় বিধ্বস্ত হয়।

বিধ্বস্ত বিমানের সঠিক অবস্থান না জেনেও উদ্ধারকারী দলকয়েকদিন ধরে পাহাড় ও বরফের মধ্যে বিমানের অবশিষ্টাংশ এবং যাত্রীদের খুঁজতে থাকে। তবে সফল না হওয়ায় তারা কাজ স্থগিত করে দেয়। সাহায্যের বদলে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় মৃত্যুর মুখে।

কিন্তু দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা ৪৫ আরোহীর মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু হয়। যত দিন যেতে থাকে অন্যরাও মারা যেতে থাকে। তাদের মধ্যে তুষারপাতে বিমানের ভেতরে আটকা পড়ে মারা যান আটজন।

বিমানের খাবার ফুরিয়ে গেলে বেঁচে থাকা যাত্রীরা খাবারের জন্য মৃতদের মাংস খাওয়া শুরু করে।

সেই বছরের ডিসেম্বরে রবার্তো ক্যানেসা এবং ফার্নান্দো প্যারাডো নামের দু'জন রাগবি খেলোয়াড় সাহায্যের জন্য দীর্ঘ দশ দিন ধরে হাঁটতে থাকেন। দুর্ঘটনার ৭২ দিন পর পাহাড় থেকে আরও ১৪ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়।

২. মেক্সিকোর অলৌকিক শিশু

১৯৮৫ সালের ভূমিকম্পটি ছিল মেক্সিকো সিটির জন্য সবচেয়ে মারাত্মক।

সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৮৫। ৮.১ মাত্রার এক বিধ্বংসী ভূমিকম্প আঘাত হানে মেক্সিকো সিটিতে। এর ফলে শত শত ভবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ধসে পড়ে। এতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।

নিশ্চিতভাবেই সেদিনের ভূমিকম্পে নিহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। তবে রেড ক্রসের তথ্যমতে এই সংখ্যা সরকারি পরিসংখ্যানের চেয়ে ৩ হাজার ৬৯২ থেকে দশ হাজারেরও বেশি।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে টানা কয়েকদিন কাজ করার পর উদ্ধারকারীরা বেশ কিছু নবজাতককে জীবিত উদ্ধার করতে সমর্থ হয়, যাদেরকে বলা হয়েছিল অলৌকিক শিশু।

তাদের মধ্যে একজন ছিল জেসুস ফ্রান্সিসকো ফ্লোরেস, যিনি ভূমিকম্প পুত্র বা অলৌকিক ছেলে নামে পরিচিত। ভূমিকম্পের সময়ও শিশুটি তার মায়ের গর্ভে ছিল। ভূমিকম্পে বাড়ি ধ্বসে মা মারা গেলেও শিশুটি বেঁচে যায়, কারণ তাকে বাঁচাতে তার দাদী রেজার ব্লেড দিয়ে নিজের মেয়ের পেট কেটে শিশুটিকে উদ্ধার করে।

৩. আমরা ৩৩জন ভালো আছি

গভীর খনি থেকে শ্রমিকদের উদ্ধারে একটি ক্যাপসুল ব্যবহার করা হয়।

২০১০ সালের ৫ আগস্ট চিলির আতাকামা মরুভূমির কোপিয়াপোতে সোনা ও তামার একটি খনি ধসে পড়ে। এতে করে ৩৩ জন খনি শ্রমিক প্রায় ৭০০ মিটার গভীরতায় আটকা পড়ে।

প্রথমদিকে, পুরো দৃশ্যই ছিল হতাশাজনক। কিন্তু খনির মধ্যেই শ্রমিকরা আশ্রয় খুঁজে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারবে এই আশা থেকে জীবিতদের জন্য অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়।

আগস্টের ২২ তারিখ, তাদের আশ্রয়স্থলের খোঁজ পাওয়া যায়। একইসঙ্গে আসে এক আশার বার্তা আমরা ৩৩ জন ভাল আছি।

আটকা পরা শ্রমিকদের পর্যন্ত পৌঁছাতে পাথরের মধ্য দিয়ে ড্রিল করতে হয়েছিল। আর এই কাজে উদ্ধারকারীরা খনন যন্ত্র ব্যবহার করেছিল যাতে করে সেখানে থাকা শ্রমিকদের কোন ক্ষতি না হয়।

এসময় পরিকল্পনা করা হয় ক্যাপসুল আকারের ছোট একটি বগি পাঠানোর যা দিয়ে তাদেরকে একে একে বের করা যাবে।

অবশেষে ৬৯ দিন মাটির নিচে থাকার পর খনি শ্রমিকদের উদ্ধার করা হয়।

৪. থাইল্যান্ডের গুহার শিশুরা

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিজ্ঞ উদ্ধারকারীরা থাইল্যান্ডে গিয়েছিলেন গুহায় আটকে পড়া শিশুদের উদ্ধার করতে।

২০১৮ সালের ২৩ জুন থাইল্যান্ডের চিয়াং রাইয়ের উত্তর প্রদেশে ১২ শিশু তাদের ফুটবল কোচের সাথে হাঁটতে গিয়েছিল।

অনুশীলন শেষ হবার পর তারা ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে বাইক চালিয়ে সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়া এক পাহাড়ি এলাকায় যায়।

তাদের গন্তব্য ছিল থাম লুয়াং গুহা। মা সাই পর্বতের প্যাসেজ এবং করিডোরগুলোতে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করা কিশোর-কিশোরীদের কাছে এটি ছিল প্রিয় এক জায়গা।

শিশুরা কেবল তাদের টর্চলাইট নিয়ে গুহায় প্রবেশ করেছিল। তাদের অবশ্য আর কিছু দরকারও ছিল না। কেননা সেখানে কেবল এক ঘন্টা থাকার পরিকল্পনাই ছিল তাদের। কিন্তু গুহাটি দ্রুত প্লাবিত হয়ে যায় এবং তারা বেরতো হতে পারেইনি বরং তাদের গুহার আরও গভীরে যেতে হয়েছিল যাতে তারা জলেতে না ডুবে যায়।

দলটি গুহার প্রবেশদ্বার থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে পাথর ব্যবহার করেই একটি ছোট পাথরের ওপরে পাঁচ মিটার সমান খনন করে একটি গুহা তৈরি করেছিল, যাতে করে তারা একসঙ্গে ও উষ্ণ থাকতে পারে।

বিভিন্ন দেশ থেকে অভিজ্ঞ গুহা ডুবুরিরা উদ্ধার কাজের জন্য থাইল্যান্ডে যান এবং নয় দিন অন্ধকারে থাকার পর ছেলেগুলো আবার আলোর দেখা পায়।

পৃথিবীর ভেতরে কীভাবে লুকিয়ে আছে এভারেস্টের চেয়েও চারগুণ উঁচু পর্বত

অ্যান্টার্কটিকা (এজেন্সী) ঃ পৃথিবীর গভীরে হাজার হাজার কিলোমিটার নিচে – যেখানে এখনো মানুষের পা পড়েনি বা সূর্যের আলো পৌঁছায়নি – সেখানে আছে এমন পর্বতমালা – যার কিছু শৃঙ্গ এভারেস্টের চাইতেও চারগুণ উঁচু। কিন্তু কেউ জানে না কীভাবে এবং কেন এগুলো তৈরি হয়েছিল। অ্যান্টার্কটিকায় গ্রীষ্মকালের একটি উজ্জ্বল দিন। তাপমাত্রা মাইনাস ৬২ সেলসিয়াস – অর্থাৎ শূন্যের ৬২ ডিগ্রি নিচে। সামান্থা হ্যানসেনের চোখের পাতায় বরফ জমে গেছে।

তার সামনে বরফের সাদা দেয়াল। কোনখানে যে তা ওপরের দিকে উঠে গেছে, কোথায় যে ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে, কোথায় দিগন্তরেখা আকাশের সাথে মিলেছে তা বোঝা যায়না।

সামনে তাকালে তাই একটা যেন মানসিক বিভ্রম তৈরি হয়। এর মধ্যেই তুষারের ওপর একটা সুবিধেমত জায়গা বের করলেন সামান্থা। তারপর হাতে তুলে নিলেন একটা কোদাল।

হ্যানসেন যেখানে আছেন তা হচ্ছে এই অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের একেবারে ভেতরের একটি উষর অঞ্চল। যেসব বিলাসবহুল জাহাজ অ্যান্টার্কটিকায় পর্যটকদের বেড়াতে নিয়ে আসে – তারা এখানে আসে না। এখানে পরিবেশ একেবারেই নির্মম। এমনকি অ্যান্টার্কটিকায় যেসব স্থানীয় বন্যপ্রাণী বাস করে তারাও এদিকে খুব কমই আসে। আমেরিকার দুটি বিশ্ববিদ্যালয়, আলাবামা ও আরিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অনুসন্ধানী দলের একজন সামান্থা হ্যানসেন এখানে এসেছেন গোপন কিছু পর্বতমালার হদিস খুঁজে বের করতে। আজ পর্যন্ত এসব পর্বতমালার চূড়ায় কোন অভিযাত্রীর পা পড়েনি। এমনকি কোনদিন সূর্যের আলো পড়ে ঝলমল করে ওঠেনি সেসব শৃঙ্গ। কারণ – এসব পর্বত লুকিয়ে আছে পৃথিবীর মাটির নিচে অনেক গভীরে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে কী আছে?

এ গবেষণা শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালে। অ্যান্টার্কটিকায় এসে একটি গবেষক দল একটি সিসমোলজি স্টেশন বসিয়ে গিয়েছিলেন। এগুলো এমন কিছু যন্ত্র যার অর্ধেকটা বরফের মধ্যে প্রোথিত – বাকি অর্ধেকটা বাইরে। আমাদের পৃথিবীর ভেতরে কি আছে – তা বের করাটাই ছিল এর লক্ষ্য। অ্যান্টার্কটিকার নানা স্থানে এরকম ১৫টি স্টেশন বসিয়েছিলেন গবেষকদের দলটি।

এই সিসমোলজি স্টেশনের যন্ত্র দিয়ে যে পর্বতের মত কাঠামোগুলোর কথা জানা গেল – তা ছিল চরম রহস্যময়।

এগুলোর নাম দেয়া হয়েছে 'আল্ট্রা লো ভেলোসিটি জোন' বা ইউএলভি জেড।

কিন্তু হ্যানসেনের দলটি জানতে পারলো যে এই ইউএলভিজেডগুলো সম্ভবত পৃথিবীর সবখানেই আছে। আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন আপনার পায়ের নিচেই হয়তো আছে এগুলো।

আমরা প্রায় যেখানেই গিয়েছি সেখানেই ইউএলভিজেড থাকার প্রমাণ পেয়েছি – বলছেন হ্যানসেন। প্রশ্ন হলো এই ইউএলভিজেড জিনিসটা আসলে কী? আর পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরে এরা কী করছে?

পৃথিবীর ভেতরে যে পর্বতগুলো আছে তাদের অবস্থান একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তরে। আমাদের গ্রহের অভ্যন্তরে একেবারে কেন্দ্রস্থল বা 'কোর' হচ্ছে একটি অতি উত্তপ্ত ধাতব স্তর। তার চারপাশে আছে নরম ও শক্ত পাথুরে স্তর বা ম্যান্টল।

এই দুটি স্তরের পার্থক্য এত বেশি যে তাকে হ্যানসেনের দল বর্ণনা করছেন কঠিন শিলা ও বাতাসের মধ্যে বাহ্যিক বা ভৌত পরিবর্তনের চেয়েও বেশি। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক গঠনের এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ – কিন্তু তা কয়েক দশক ধরেই বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে।

পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার ভেতরে 'কোর-ম্যান্টল সীমারেখার' অবস্থান। কিন্তু যে উপরিভাগে মানুষ বাস করে তার সাথে তার অভ্যন্তরভাগের অনেক পার্থক্য। অনেক জায়গা এরকম যে মনে করা হয় – এগুলো বহু আগে সমুদ্রের তলদেশ ছিল, হয়তো তারই কিছু টুকরো সেখানে চাপা পড়ে আছে।

পৃথিবীর অনেক জায়গায় – যেমন হাওয়াইতে – যে আকস্মিকভাবে আগ্নেয়গিরি তৈরি হয়েছে, তার পেছনে কারণ হয়তো এগুলোই।

এগুলো নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয় ১৯৯৬ সাল থেকে। সেসময় বিজ্ঞানীরা মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক নিচে থাকা কোর-ম্যান্টল বাউন্ডারি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এ গবেষণা করা হচ্ছিল সিসমিক ওয়েভ – বা ভূমিকম্পের মতো ঘটনার সময় পৃথিবীর ভেতরের স্তরগুলোর ভেতর দিয়ে যে কম্পনের তরঙ্গ বয়ে যায় এবং এতে যে ঝাঁকুনি লাগে – তারই বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে।

এগুলো সমন্বয় করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভেতরে কী আছে তার এক্সরে ছবির মত একটা চিত্র তৈরি করতে পারলেন। বিজ্ঞানীরা যখন এরকম ২৫টি ভূমিকম্পের চিত্র পরীক্ষা করলেন – তারা দেখলেন যে কোর-ম্যান্টল বাউন্ডারিতে একটি উঁচুনিচু অংশে এসে এই কম্পনটির গতি কমে যাচ্ছে – যা কেন হচ্ছে তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।

এটা একটি পর্বতমালার মতো যার শৃঙ্গগুলো ম্যান্টলের ভেতরে ঢুকে আছে।

এরকম কিছু শৃঙ্গের উচ্চতা ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত – তার মানে এগুলোর উচ্চতা এভারেস্টের চাইতেও সাড়ে চারগুণ বেশি। অন্য আরো কিছু শৃঙ্গের উচ্চতা তিন কিলোমিটারের মত।

এর পর পৃথিবীর 'কোর' জুড়ে এমন আরো অনেকগুলো পর্বত চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি পাওয়া গেছে যা অত্যন্ত বিশাল। এটি যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই অঞ্চলের নিচে এবং তা ছড়িয়ে রয়েছে ৯১০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। এগুলো কিভাবে হলো, বা এগুলো কী দিয়ে তৈরি – তা এখনো কেউ জানে না।

তা ছাড়া এ পর্বতগুলোর কাছাকাছি আরো কিছু গোলাকার পিন্ডের উপস্থিতি দেখা গেছে – তবে এগুলো যে ঠিক কী এবং কোথা থেকে এলো – তা রহস্যময় । কিন্তু এই পর্বত ও পিন্ড একই জায়গায় উপস্থিত থাকায় তাদের মধ্যে কিছু একটা সম্পর্ক আছে বলেই অনুমান করা হয়।

সাধারণত পৃথিবীর ম্যান্টলের তাপমাত্রা ৩,৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু কোরের তাপমাত্রা আরো বেশি প্রায় ৫,৫০০ ডিগ্রি সেললিসিয়াস।

এ তাপমাত্রা প্রায় সূর্যের উপরিভাগের কাছাকাছি। একটা তত্ত্ব হচ্ছে – এসব পর্বতগুলো ম্যান্টলের নিচের দিকের অংশ, যা জ্বলন্ত কোরের কাছাকাছি থাকার কারণে অতি উত্তপ্ত হয়ে আংশিকভাবে গলে গেছে এবং সেটাকেই ইউএলভিজেড বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় আরেকটি তত্ত্ব হলো এই ডীপ-আর্থ মাউন্টেনগুলো তৈরি হয়েছে কিছুটা ভিন্ন আরেক ধরনের শিলা দিয়ে – যা ম্যান্টলকে ঘিরে আছে।

অনেকে বলেছেন হয়তো এটি কোন প্রাচীন মহাসাগরের নিচের ভূস্তর বা ক্রাস্টের টুকরো – যা কোন কারণে ম্যান্টলের ভেতরে ডুবে গেছে এবং কোটি কোটি বছর পর এখন তা কোরের ঠিক ওপরে এসে অবস্থান নিয়েছে।

কিন্তু অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের নিচে ডীপ-আর্থ পর্বতমালা পাওয়া যাবার সাথে এ তত্ত্ব মিলছে না – বলছেন হ্যানসেন। তার কথা – আমরা আমাদের গবেষণা চালিয়েছি দক্ষিণ গোলার্ধে – যা ওই সব বড় কাঠামো থেকে অনেক দূরে। অতীতে একটা সময় মনে করা হতো যে ডীপ-আর্থ পর্বতগুলো সবখানে নেই, বরং কিছু কিছু জায়গায় ছড়িয়ে আছে মাত্র। কিন্তু হ্যানসেনের দল অ্রান্টার্কটিকায় যেখানেই নমুনা নিয়েছেন সেখানেই ইউএলভিজেড কাঠামো পেয়েছেন।

এমন হতে পারে যে এই ইউএলভিজেড হয়তো পুরো কোরের চারদিকেই একটি কম্বলের মতো জড়িয়ে আছে। কিন্তু এমন কোন অনুমান নিশ্চিত করতে হলে আরো অনেক বেশি অনুসন্ধান ও গবেষণা দরকার।

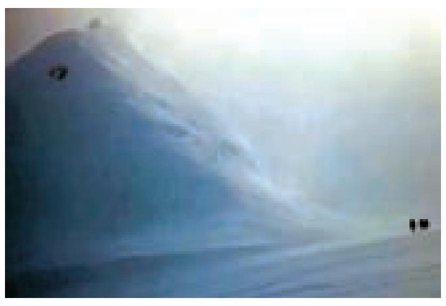

ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণের পেছনে থাকা 'আয়রন জেনারেল' ভ্যালেরি জালুশনি

ইউক্রেন (এজেন্সী) ঃ গত ১৮ মাস ধরে রাশিয়ার দখলে থাকা ইউক্রেনের পূর্ব এবং দক্ষিণের অঞ্চলগুলির নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ইউক্রেনের দীর্ঘপ্রতীক্ষিত প্রচেষ্টা এখন পুরোদমে চলছে। এই সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের পেছনে যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করছেন তিনি হলেন জেনারেল ভ্যালেরি জালুশনি, ইউক্রেনের ৪৯বছর বয়সী কমান্ডার-ইন-চিফ। তার সম্পর্কে এতদিন খুব কম লোকেই জানতো, কিন্তু এখন তার জনপ্রিয়তা প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সমান। জেনারেল জালুশনি, যাকে বন্ধু-বান্ধব কিংবা পুরোনো সহপাঠীরা আমাদের ভ্যালেরা বলে ডাকতে পছন্দ করেন, তিনি ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ নিযুক্ত হন ২০২১ সালের জুলাই মাসে।

যারা তাকে ভালোভাবে চেনেন তারা বলছেন, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ব্যক্তিগতভাবে বেশ জোর করেই তাকে নিযগে করেছেন। আর এই নিয়োগটি জেনারেল জালুশনি এবং অন্যান্য অনেকের কাছে ছিল বিস্ময়কর। কারণ, কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে তাকে এই পদোন্নতি দেয়া হয়।

মি. জালুশনি এমনিতেই একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং আধুনিক কমান্ডার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। একজন নিপাট নিরহংকারী মানুষ, অধস্তনদের সাথে তিনি রসিকতা করতে পছন্দ করেন, এবং নিজে বেশ প্রচারবিমুখ।

সাত মাসের মধ্যে রাশিয়ার পুরো মাত্রার আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

গত বছর ২৬শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে রুশ সৈন্যরা তিন দিনের মধ্যে কিয়েভ দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে, আগ্রাসনের শুরুর দিকে যাকে একটি সম্ভাব্য পরিণতি বলেই মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু লড়াইয়ের বাস্তবতা ছিল ভয়াবহ, এবং ইউক্রেনের সরকার এনিয়ে জনসাধারণকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। রুশ সৈন্যরা ইউক্রেনের উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে থেকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং এটা রাজধানীর জন্য যথেষ্ট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইউক্রেনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি পরিকল্পনা ছিল যে কিয়েভের কাছে বিশাল নিপ্রো নদীর ওপর সেতুগুলো বিস্ফোরণ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। এতে করে নদীর বাম তীর থেকে পশ্চিমের ডান তীরে রুশ সৈন্যদের পারাপার করা রোধ করা যাবে। নিপ্রোর ডান পারে বিভিন্ন কৌশলগত স্থাপনার মধ্যে ছিল গুরুত্বপূর্ণ নানা সরকারি অফিস। তারা মতামতের জন্য জেনারেল জালুশনিকে ফোন করার পর তার জবাব ছিল, কোন অবস্থাতেই আমরা এটা করবো না। ঐ মুর্হূতে সিগারেটের ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ একটি বাঙ্কারে বসে তিনি ইউক্রেনীয় বাহিনীর অন্যান্য শীর্ষ অধিনায়কদের সাথে বৈঠক করছিলেন।

এটা করা হলে পূর্ব তীরে থাকা বেসামরিক ও সামরিক দু'ধরনের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, যুক্তি দিয়েছিলেন তিনি।

ঐ ঘটনার সাথে জড়িত দুটি সূত্র থেকে পাওয়া খবর বিবিসি মিলিয়ে দেখেছে, যার মধ্য দিয়ে বোঝা গেছে ঘটনা কী ঘটেছিল।

এরপর আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। এবং ২০২২ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে ইউক্রেনীয় সৈন্যরা রুশ সেনাবাহিনীকে কিয়েভের উত্তর এবং পূর্ব দিকে ঠেলে দেয়।

সোভিয়েত সেনা পরিবারে জন্মগ্রহণকারী ভ্যালেরি জালুশনি একবার বলেছিলেন, তিনি সব সময়ই সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে পদমর্যাদার বাড়াবাড়ি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন। উনিশশো নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি যখন সামরিক একাডেমিতে যান ইউক্রেন তখন ইতোমধ্যেই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

যদিও সামরিক কলেজে সে সময় তার পাঠ্যপুস্তকগুলি ছিল সোভিয়েত যুগের, কিন্তু যুদ্ধের বাস্তবতা সম্পর্কে তার প্রথম হাতেখড়ি হয় ২০১৪ সালে। সে সময় পূর্ব ইউক্রেনের একটি এলাকায় তিনি একজন ডেপুটি কমান্ডার হিসেবে নিযুক্তি পান, যেখানে রুশ সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ইউক্রেনীয় বাহিনীর সাথে লড়াই করছিল।

জেনারেল জালুশনির যেসব সহকর্মীর সাথে আমরা কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন, কেরিয়ারের শুরু থেকেই তিনি অধীনস্থদের সাথে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে ছিলেন খুবই আগ্রহী এবং তিনি কমান্ডের দায়িত্ব ভাগ করে দিতে পছন্দ করতেন। জেনারেলের একজন প্রাক্তন সহকারি যিনি রুশ আক্রমণের গোড়ার দিনগুলিতে তাঁর পাশে ছিলেন, লুদমিলা ডলহোনভস্কা বিবিসিকে বলেছেন, জেনারেল জালুশনি ঘুমাতেন খুব কম এবং সবসময় রণাঙ্গনের সামরিক অধিনায়কদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতেন। তিনি ফোনে তার জেনারেলদের সাথে অনেক কথা বলতেন, কিন্তু সেসব কথাবার্তা সব সময় ছিল প্রাসঙ্গিক এবং ধীরস্থির, বলছিলেন তিনি। বিশ্লেষকরা বলছেন, এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রশ্নে ইউক্রেনীয় বাহিনীর জুনিয়র অফিসারদের স্বাধীনতা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অনেক সুবিধে এনে দিয়েছিল, যেটা রুশ সেনাবাহিনীর মাথা-ভারী কমান্ড কাঠামোতে ছিল না।

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর কিছু সূত্র এমনকি একথাও বলেন যে লড়াইয়ের ময়দানে এসব কমান্ডাররাই সম্মিলিতভাবে ইউক্রেনের জন্য সাফল্য এনে দিয়েছেন। সেখানে জেনারেল জালুশনির কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি এসব অফিসারকে তাদের মতো করে লড়াই করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

যুদ্ধ যখন চলছে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি তখন প্রতিরাতে ভাষণ দিয়ে ইউক্রেনের জনসাধারণের মনোবল চাঙ্গা রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

আর্থিক ও সামরিক সহায়তার জন্য বিদেশি বন্ধুদের চাপ দেয়ার সময় তিনি ইউক্রেন সরকারের সুশাসনের ছবি তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে জেনারেল জালুশনির লক্ষ্য ছিল সঠিক সামরিক কৌশল তৈরি করা। গ্রীষ্ম মৌসুমের শেষে এবং শরতের শুরুতে সফল অভিযানের মাধ্যমে ইউক্রেনীয় সৈন্যরা দেশের পূর্ব ও দক্ষিণে বিশাল ভূখণ্ড রুশ বাহিনীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

সে সময় ইউক্রেনীয় বাহিনীর এই কমান্ডার-ইন-চিফ একজন জাতীয় বীর হয়ে ওঠেন, যদিও তাকে জনসমক্ষে দেখা যেতো খুব কমই এবং সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতেন তার চেয়েও কম।

সাহসিকতা এবং সংকল্পের সাথে তার নাম সমার্থক হয়ে ওঠে এবং তার খ্যাতি নানা ধরনের গল্প ও প্রবাদের জন্ম দেয়। জালুশনি যখন কোন অন্ধকার ঘরে ঢোকেন, তখন সেখানে তিনি আলো জ্বালান না, তিনি শুধু অন্ধকারকে সুইচ অফ করে দেন, তার সম্পর্কে এরকম একটি কথা প্রচলিত আছে।

তার জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়েছিল যে সেটি প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সমান হয়ে যায়, এবং তাদের সম্পর্কের মধ্যে সম্ভাব্য ফাটল নিয়ে ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকরা নানা ধরনের গুজব ছড়াতে শুরু করে।

এমনও কথা ছড়ানো হয়েছিল যে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি সামরিক প্রধানের পদ থেকে জেনারেল জালুশনিকে সরিয়ে দিচ্ছেন, কিংবা জেনারেল জালুশনি প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করছেন। কিন্তু বাস্তবে এখন পর্যন্ত তার কোনটিই ঘটেনি।

প্রেসিডেন্টের অফিসের একটি সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে, এধরনের ঈর্ষা করার জন্য কোন সময় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির হাতে নেই। কারণ, বিদেশি অংশীদারদের কাছ থেকে ইউক্রেনের জন্য সামরিক সমর্থন পাওয়ার বিষয় নিয়ে তিনি এখন ১০২ ব্যস্ত।

একে অপরকে নির্বিঘ্নে তাদের দায়িত্ব পালন করতে দিতে দু'জনেই এখন বেশ খুশি বলে মনে হচ্ছে।

গত জুনে মার্কিন সাময়িকী টাইম ম্যাগাজিনকে জেনারেল জালুশনি বলেছিলেন, সামরিক কৌশলের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি মি. জেলেনস্কিকে বিরক্ত করেন না।

ওষুধ তৈরি করা কিংবা সেতু নির্মাণ করা সম্পর্কে তার যতটুকু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি তার সামরিক বিষয়গুলো বোঝার দরকার নেই।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং সমাজবিজ্ঞানীরা বিবিসিকে বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে ইউক্রেনীয়দের মনোবল ধরে রাখার প্রযজেন সেজন্যেই জেনারেল জালুশনির জনপ্রিয়তা থাকাও স্বাভাবিক। তার মানবিক গুণাবলীর দিকটিও তারা উল্লেখ করেন। একবার তিনি এক সৈনিকের বিয়েতে গিয়ে হাজির হন, কারণ বাখমুত ফ্রন্টে পাঠানোর জন্য ঐ সৈনিকের বিয়ের অনুষ্ঠান পিছিয়ে গিয়েছিল।